শ্রীঅখিল নিয়োগী

দোল পূর্ণিমা

১৩৩৩

দাম বারো আনা

প্রকাশক :—কুলজা সাহিত্য-মন্দির

কলিকাতা,

১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেনরোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীশিবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

দু'টী কথা

অনেক বাধা-বিপত্তির পর 'স্বপন-পুরী' বাঙ্‌লা দেশের ছোট্ট ভাই বোনদের হাতে তুলে দিয়ে আজ আমার ছুটি।

স্বপন-পুরী তারা হাসিমুখে ঘরে তুলে নেবে কিনা—আজ সে কথা নিয়ে মাথা ঘামাবো না—কিন্তু যাঁদের সাহায্য না পেলে আমার এ প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ র'য়ে যেতো—তাঁদের সম্বন্ধে দু'টী কথা বলেই আজ আমি বিদায় নিতে চাই।

আমার প্রিয়তম বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় বই খানার প্রচ্ছদ-পট ও ভেতরকার ছবিগুলো—রেখার টানে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রথমের তিন রঙা ছবিখানা এঁকে দিয়েছেন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষের দু'খানা একরঙা ছবি বই খানার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আমার নিজের খান দুই ছবিও আছে।

কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর হচ্ছেন প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাহিত্যভূষণ, যাঁর সাহায্য না পেলে আমার এ স্বপন-পুরীর কল্পনা আদৌ মনে স্থান পেতো না।

সব শেষে আমার নিবেদন এই যে—শেষের দুটি গল্প বিদেশী ভাব থেকে ধার করা এবং দুটীই যথাক্রমে 'শিশুসাথী' ও "মুকুলে" ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হ'য়েছিল।

দোল পূর্ণিমা }
১৩৩৩ }

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বোধন

এই 'স্বপন-পুরী' যিনি তৈরী করেছেন, তাঁকে আমি উদীয়মান চিত্র-শিল্পী ব'লেই জান্‌তাম, এবং তাঁর অঙ্কিত অনেকচিত্র আমাকে আনন্দ দান করেছে। এখন দেখ্‌ছি, তিনি শুধু চিত্র-শিল্পীই ন'ন্‌, কথা শিল্পী-ও।

সুতরাং এই' 'স্বপন-পুরী' যে তাঁর মনের মত ক'রে তৈরী করেছেন, তাঁর কল্পনা যে এই পুরীকে শব্দে, বর্ণে, গন্ধে, সুষমায়, সত্যসত্যই 'স্বপন-পুরী' করেছে, একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি।

যাঁরা কথা-সাহিত্য লেখেন, তাঁদের একটা অসুবিধায় পড়তে হয়, যদি তাঁরা তাঁদের কথাগুলিকে সচিত্র করতে চান্‌। তাঁদের ধরনা দিতে হয় চিত্র-শিল্পীর দুয়ারে। চিত্র-শিল্পী যদি রসজ্ঞ

হন, তা হ'লে চিত্রাঙ্কনে কথার সৌন্দর্য্য বেড়ে যায়, আর তিনি যদি কথা-শিল্পীর মনের ভাব না বুঝ্‌তে পারেন, তা হ'লে অনেক স্থলে শিব গড়তে গিয়ে আর কিছু গড়ে ফেলেন। আমার এ নবীন বন্ধুকে সে বিপদে পড়তে হয় নি,—তিনি নিজে এবং তাঁর শিল্পীবন্ধুরা তুলি ধরে একে মনের মত ক'রে গড়ে তুলেছেন, তাই তাঁর 'স্বপন-পুরী' আমার এত ভাল লেগেছে।

এ কথা কয়টি বল্‌বার কোনো প্রয়োজনই ছিল না; কিন্তু আমার এই নবীন বন্ধুটি নাছোড়বান্দা—তিনি তাঁর এই স্বপন-পুরীর সঙ্গে আমার নামটি না জড়িয়ে ছাড়বেন না। সেই জন্যই এই সামান্য দু'টি কথা বল্‌লাম।

তাঁর প্রতিভা-ই তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিত করে দেবে এ বিশ্বাস আমার আছে!

শ্রীজলধর সেন

প্রিয়তম বন্ধু

শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুপ্রিয়েষু—

দিলুম বটে তোমায় কালো, আমার গাঁথা স্বপন-পুরী
তোরণ পথের চাবির গোছা আমার ট্যাঁকেই রাখ্‌নু মুড়ি।
তোমার মধুর সুখের গৃহে ফুট্‌বে যখন শিশুর হাসি—
তাদের কোমল হাতের ফাঁকে চাবির গোছা সঁপ্‌ব আসি।

তোমার—
অখিল
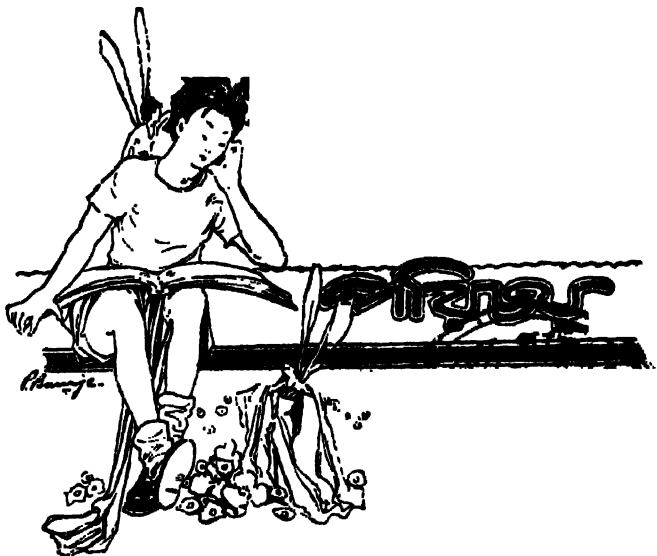
পরিচয়

উপহার
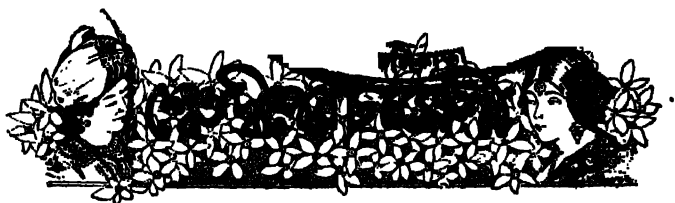
রাজার শুদ্ধু একটি মাত্র ছেলে—অভাব নেই তার কিছুরই। একমাত্র আদুরে ছেলে ব'লে মুখের কথা খসাতে না খসাতে তক্ষুণি তা' সাম্‌নে এসে হাজির হয়।

কিন্তু রাজার মনে সুখ নেই—ছেলে বিয়ে ক'রবেনা! রাজ্যি শুদ্ধু লোক কত সাধা সাধি, নাঃ কিছুতেই কিছু নয়—শেষ-কালে রাজপুত্রের বন্ধু মন্ত্রীপুত্র এসে ধ'রে ব'স্‌ল, বন্ধু! বিয়ে তোমায় ক'রতেই হবে। রাজপুত্র অনেক ভেবে চিন্তে ব'ল্লেন আচ্ছা, কিন্তু আমার পণ রইল পৃথিবীর সব চাইতে সেরা সুন্দরীকে পেলেই আমি বিয়ে ক'র্‌ব তা সে যার মেয়েই হোক্ না কেন।

মন্ত্রীপুত্র রাজাকে রাজপুত্রের পণের কথা জানালেন। রাজার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল; কিন্তু তারপরেই ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে ব'ল্লেন, বড় গুরুতর সমস্যা হ'ল! শুধু রাজকন্যার কথা হ'লে পৃথিবীর সব রাজাদের কাছে লোক পাঠালেই জানা

যেত। কিন্তু রাজার মেয়েই যে সবচেয়ে সেরা সুন্দরী হবে, তার ত কোনো মানে নেই!

যা হোক ছেলে যখন আমার পণ ক'রেছে তখন সে পণ যাতে তার বজায় থাকে, আমি তার ব্যবস্থা ক'র্‌ছি।

দুদিন পরেই রাজার বিজ্ঞ মন্ত্রী বেরুলেন দেশ-বিদেশের পথে পথে,—রাজপুত্রের জন্যে পৃথিবীর সেরা সুন্দরী খুঁজতে—সঙ্গে তাঁর অসংখ্য সৈন্য সামন্ত আর লোক লস্কর।

খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে মন্ত্রী এক দেশে গিয়ে পৌঁছুলেন—জলের বদলে, যে দেশের মাঝখান দিয়ে দুধের নদী বইছে আর কৃষাণ বধুরা কলসী ভরে দুধ নিয়ে ঘরে যাচ্ছে।

মন্ত্রী ত দেখে অবাক!

মাঠে চাষারা কাজ কচ্ছিল—তিনি একজনকে ডেকে শুধোলেন, হ্যাঁরে—এদেশের নাম কি? চাষা বল্লে দুধরাজার দেশ। মন্ত্রী জিজ্ঞেস্ কল্লেন, রাজপুরী এখান থেকে কত দূর?

উত্তরে চাষা জানালে—সোজা পূবে চলে যাও—সাত দিনের পথ। মন্ত্রী, লোক লস্করদের সোজা পূবে যেতে আদেশ দিয়ে রথে গিয়ে উঠ্‌লেন।

রথ ছুটে চল্‌ল।

প্রথম দিন মন্ত্রী দেখ্‌তে পেলেন দুধের নদী চলেছে কল্‌কল্ ছল্‌ছল করে—ঢেউ তুলে তুলে,—দ্বিতীয় দিন দেখ্‌লেন

দুধের নদী শেষ হয়ে গেছে, আরম্ভ হয়েছে ক্ষীরের নদী, চলেছে সে থগ্‌বগ্‌ করে—তৃতীয় দিন দেখ্‌লেন গলা মাখনের নদী চলেছে ফুলে ফেঁপে দুকুল ছাপিয়ে। চার দিনের দিন তাও নেই—আছে শুধু ঘিয়ের নদীর ভুটভাট্‌ গড়্‌গড় শব্দ। উঁচু জায়গা থেকে দলা দলা ঘিয়ের চাপ নীচু জায়গায় পড়তে পড়তে শব্দ কচ্ছিল থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌।

দলা দলা ঘি দেখে তাঁর সঙ্গের সৈন্য সামন্তদের জিভ্‌ দিয়ে লাল্‌ গড়াতে লাগ্‌ল। তারা বলাবলি করতে লাগ্‌ল—"হালুয়া পাকায়গা কি রোটি বানায়গা ?

কিন্তু তাদের হালুয়াও পাকাতে হোল না রুটীও তৈরি করতে হোল না—মন্ত্রীর আদেশে তারা শুধু চলেছে আর চলেছে।

পাঁচদিনের দিন তারা দেখ্‌লে ননীর নদী তাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে, চল্‌ল তারা এগিয়ে। ছ'দিনের দিন তারা সপ্নের নদীর ধার দিয়ে সোজা এগিয়ে চল্‌লো পূবের দিকে। সাত দিনের দিন অবাক্‌ কাণ্ড !

তারা দেখ্‌লে যে—নদীর মুখটা বেরিয়েছে একটা মস্তবড় ছানার পাহাড় থেকে। যে দিকে তাকাও শুধু সাদা—সাদা—সাদা। যেন মস্ত একটা বক্‌ সমস্ত আকাশ-জুড়ে তার পাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। আর তার ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে কচ্ছে চিক্‌-চিক্‌-ঝিক-ঝিক !

পাহাড়ের তলায় পৌঁছুতেই ওপর থেকে কে শুধোলে কি চাই আপনার ? মন্ত্রী বল্লেন আমি দুধ রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

হঠাৎ ছানার পাহাড়ের ভেতর দেখা দিলে মস্ত একটা সুড়ঙ্গ। মন্ত্রী তা'র ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

প্রথম খানিকটা খুব অন্ধকার তারপর কিছু-দূর যেতেই দেখ্লেন সুড়ঙ্গের গায়ে বসানো রাশি রাশি মণি মুক্তো, আর তা থেকে আলো বেরিয়েই সুড়ঙ্গটাকে ক'রেছে ঠিক্ দিনের মতো।

যেতে যেতে মন্ত্রী গিয়ে উঠলেন সেই কামরায়—যেখানে দুধ রাজা পাত্রমিত্র নিয়ে প্রজার নিবেদন শুন্ছেন।

মন্ত্রী পৌঁছুতেই রাজা তাঁর দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, আপনার এদেশে আসার কথা আগে থেকেই লোক মুখে শুনেছি। বলুন আপনার কি চাই—যার জন্যে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে এদেশে এয়েছেন।

মন্ত্রী রাজাকে নমস্কার জানিয়ে বল্লেন, মহারাজ আমাদের রাজার ছেলের উপযুক্ত মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আমি আপনার রাজ্যে এসে পড়েছি।

রাজা বল্লেন হ্যাঁ—আমার একটী মেয়ে আছে বটে, ঐ একটী মাত্র মেয়ে—তা উপযুক্ত পাত্র পেলে আমার

বিয়ে দিতে কোন আপত্তি নেই। তবে মেয়ের একটা পণ আছে।

মন্ত্রী শুধোলেন, তা' বলুন, কি আপনার মেয়ের পণ— আমি আমাদের রাজপুত্রকে গিয়ে তা জানাবো।

রাজা বল্লেন, শ্বেতদ্বীপের বিক্রম গন্ধর্ব্বের এক বাগান আছে, সেই বাগানে এক রকম চামেলী ফুল ফোটে—যার মধু খেলে মেয়ে হবে আমার অনন্ত যৌবনা। সেই বাগানের একটী ফুল আন্‌তে পার্‌লে তবে আমার মেয়ের সঙ্গে আপনাদের রাজপুত্রের বিয়ে হ'তে পারে।

মন্ত্রী ব'ল্লেন, বেশ এসব আমি রাজপুত্রকে জানাব। তবে যাবার আগে মেয়েটীকে দেখে যেতে পারি কি? রাজা ব'ল্লেন, নিশ্চয়, এই ব'লে মন্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি অন্তঃপুরে চ'লে গেলেন।

দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর মন্ত্রী মহাশয় একটু বসে বসে ঝিমোচ্ছেন—এমন সময় রাজার কাছ থেকে এক এত্তেলা এল—এখুনি তাঁকে মেয়ে দেখ্‌তে যেতে হবে।

মন্ত্রী চল্লেন বাড়ীর ভেতর মেয়ে দেখ্‌তে। সেখানে পৌঁছে দেখ্‌লেন—মস্তবড় একটী আরসিকে দাঁড় করান হ'য়েছে আর তার সামনেই র'য়েছে একটী বহুমূল্য রত্নসিংহাসন।

পৌঁছুতেই দুধ রাজা তাঁকে আদর করে সেই আসনে বসালেন।

শ্বেতদ্বীপের চামেলী—

মন্ত্রী চোখ্ কচ্‌লে নিয়ে আবার দেখ্‌লেন।

খানিক পরে একটী মেয়ে তাঁর পেছনে দরজার ফাঁকে এসে দাঁড়াল, আর তারি ছবি আরসিতে পড়ে যেন সেটী হেসে উঠ্‌ল। হ্যাঁ জগতের সেরা স্বন্দরী বটে! মন্ত্রী চোখ্‌ কচ্‌লে নিয়ে আবার দেখ্‌লেন। দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, ক্ষীর এসবের সার ভাগ নিংড়েই যেন মেয়েটীর কমনীয় মুখখানা গড়ে উঠেছে। কি অপূর্ব্ব তার গায়ের রং, আর কি স্বন্দর তার গড়ন—চোখ যেন ঝল্‌সে যায়।

মুহূর্ত্ত পরেই মেয়েটী সরে গেল।

মন্ত্রী যেন কোন স্বপ্নলোকের পরীরাজ্য থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

তারপর দুধ রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মন্ত্রী চলে এলেন দেশে।

মন্ত্রীর কাছে সব কথা শুনে রাজপুত্র বল্লেন যাব আমি সেই শ্বেত দ্বীপের চামেলীর সন্ধানে।

রাজা কত বোঝালেন—বাছা! কাজ নেই তোর চামেলীর সন্ধানে গিয়ে, আমি এর চেয়েও স্বন্দরী মেয়ে এনে দোবো। রাণী কত চোখের জল ফেল্‌লেন—আমার কোল খালি ক'রে তুই কি করে যাবি বাছা!

কিন্তু কিছুই রাজপুত্রকে টলাতে পার্‌লে না, ঐ এক গোঁ ধরে বস্‌লেন—যাবেনই সেই শ্বেত দ্বীপে।

কাজেই রাজা আর কি করেন—সৈন্যদের আদেশ দিলেন

তোমরা সব সাজো, রাজপুত্রের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরুতে হবে।

রাজপুত্র কিন্তু বল্লেন, বাবা সঙ্গে আমি কাউকে নেব না—একা যাব আমি চামেলীর সন্ধানে, পথের সাথী হবে শুধু আমার তলোয়ার।

একদিন সকালে উঠে সমস্ত রাজ্য কাঁদিয়ে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়্‌লেন। যেতে যেতে রাজপুত্র এমন এক রাজ্যে এসে পৌঁছুলেন যেখানে না আছে মানুষ—না আছে কেউ। কিছু দূর এগিয়ে দেখ্‌লেন একটা মস্তবড় রাজপুরী মাথা উঁচু ক'রে দাড়িয়ে আছে। রাজপুত্র সাহসে ভর করে তার ভেতর ঢুকে পড়্‌লেন। এ ঘর সে ঘর ঘুরে দেখেন, মানুষের সাড়া শব্দটা পর্য্যন্ত নেই। রাজপুত্র ভারি অবাক্ হ'য়ে গেলেন—এ সব দেখে। শেষকালে রাজপুরীর পেছনকার ঘরে গিয়ে দেখেন—একটা বুড়ো চুপ চাপ্ বসে আছে খাটের ওপর।

বুড়োকে দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, আপনি কে? কেনই বা এ শূন্য-পুরীতে একলা থাকেন? বুড়ো খানিকক্ষণ তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল্, তার পর ধীরে ধীরে বল্লে, আমি বুড়ো নই। ঐ যে পুকুর দেখ্‌তে পাচ্ছেন ওর এক আঁচলা জল আমায় খাইয়ে দিন তবেই সব জান্‌তে পারবেন্।

বুড়োর কথা মত রাজপুত্র নিজের উত্তরীয় ভিজিয়ে পুকুর থেকে জল নিয়ে এসে বুড়োকে খাইয়ে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে

বুড়ো এক সুন্দর যুবক হয়ে রাজপুত্রের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন, আপনার দয়াতেই আমার জীবন ফিরে পেলাম। সমস্ত জীবন আপনার কেনা হ'য়ে থাক্‌ব।

রাজপুত্র ত ব্যাপার দেখে একেবারে থ'। যুবক সুরু কর্‌লেন, আমার নাম বিশ্বকেতু, মলয় দ্বীপের রাজপুত্র আমি। শ্বেত দ্বীপের অদ্ভুত চামেলীর কথা শুনে তারি খোঁজে বেরিয়ে ছিলাম ; গন্ধর্ব্বেরা আমাকে ধরে এই শূন্য পুরীতে বুড়ো করে রেখেছিল। ঐ যে দুটো পাশা পাশি পুকুর দেখ্‌ছেন, ওর একটার জল খেলে লোকে বুড়ো হয়, আর একটার জল খেলে আগেকার শরীর ফিরে পায়। আপনি ঐ পুকুরের জল খাইয়ে আমায় বাঁচিয়েছেন।

রাজপুত্র উত্তরে জানালেন আমিও ত সেই চামেলীর সন্ধানে বেরিয়েছি।

বিশ্বকেতু বল্লে, কিন্তু সে বড় শক্ত ঠাঁই—আচ্ছা আমি যতটুকু জানি আপনাকে রাস্তা বাৎলে দিচ্ছি। এই শূন্য পুরী ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই আপনি মস্ত বড় একটা পাহাড় দেখ্‌তে পাবেন। সেই পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের বাড়ীতে গন্ধর্ব্ব রাজার রাণী থাকেন। তাঁর কাছ থেকে যদি গন্ধর্ব্ব রাজের মৃত্যু-গুপ্তী কবচটা আদায় ক'রতে পারেন তবে আর আপনাকে কিচ্ছু বেগ পেতে হবে না।

রাজপুত্র জিজ্ঞেস ক'রলেন, সে কি ক'রে হবে ?

বিশ্বকেতু কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন আচ্ছা, এক উপায় আপ-নাকে বলে দিচ্ছি। আমার এই পাশের ঘরে একটী শিবকুণ্ড দেখ্‌তে পাবেন। যে যা মনে ক'রে ঐ শিবকুণ্ডের জল খায়—ঘটেও ঠিক তাই।

আপনি এক কাজ করুন, ঐখানে গিয়ে প্রার্থনা করুন—আমি যেন গন্ধর্ব্ব রাজের চাকরের মত হয়ে যাই। চাকরটী তার খুব বিশ্বাসী। তার মতন চেহারা হ'লে রাণীর কাছ থেকে মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ আন্‌তে বোধহয় আপনাকে বেশী বেগ পেতে হবে না।

রাজপুত্র গিয়ে ঠিক ঠিক বিশ্বকেতুর কথা মত প্রার্থনা কল্লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর চেহারা হয়ে গেল গন্ধর্ব্বরাজের বিশ্বাসী চাকর কুম্ভের মতো। বিশ্বকেতুর কাছে বিদায় নিয়ে রাজপুত্র ছুটলেন তখন গন্ধর্ব্ব রাণীর উদ্দেশে।

রাজপুত্র যখন পাহাড়ের ওপর পৌঁছুলেন, সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে। গন্ধর্ব্ব রাজের পুরীর ভেতর থেকে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছিল,—রাজপুত্র এগিয়ে চল্লেন।

তোরণ দ্বার দিয়ে পুরীতে ঢোকবার সময় একজন সেপাই ডেকে জিজ্ঞেস কল্লে—কি গো কুম্ভদা' যে! মহারাজের খবর কি ? রাজপুত্র হাতের ইসারায় জানালেন—সে সব শোনবার এখন সময় নেই।

রাজপুত্র ছুটতে ছুটতে গিয়ে অন্দরে ঢুকলেন। গন্ধর্ব্বরাণী বসে বসে তখন অগুরুর ধোঁয়ায় চুল বাঁধছিলেন। কুম্ভকে ছুটে আস্‌তে দেখে ব্যস্ত হয়ে শুধোলেন কি রে কুম্ভ! খবরকি?

রাজপুত্র বল্লেন, মা ঠাক্‌রুণ সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, মহারাজ ভয়ানক বিপদে পড়েছেন—আমায় পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ নিয়ে যেতে। রাণী তক্ষুণি ছুটে গিয়ে হাতীর দাঁতের কৌটা থেকে কবচটী এনে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বল্লেন—শিগ্গির যা তুই কুম্ভ, মহারাজের প্রাণ বাঁচা।

রাজপুত্রকে তখন পায় কে!—একছুটে বেরিয়ে এলেন গন্ধর্ব্বরাজের অন্তঃপুর থেকে।

তোরণের সেপাইয়ের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে কোন রকমে সাম্‌লে নিয়ে রাজপুত্র ছুট্‌তে ছুট্‌তে আবার পাহাড়ের নীচে এসে পৌঁছুলেন।

এতটা পথ হেঁটে রাজপুত্রের পরিশ্রম হ'য়েছিল খুব, তাই তিনি একটা পাথরের উপরে বসে পড়্‌লেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে চাপা গলায় বল্‌ছে—কি করতে হবে রাজপুত্র আমায় বল।

রাজপুত্র চম্‌কে উঠে চার্‌দিক্ তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে দেখ্‌লেন—কিন্তু কই—কেউ নেই ত!

ধীরে ধীরে এসে তিনি আবার পাথরের ওপর বস্‌লেন।

কে যেন আবার ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠ্‌ল—রাজপুত্র ভয় নেই, আমাকে সব খুলে বল ; আমি তোমার সাহায্য করব।

রাজপুত্র তখন চেয়ে দেখ্‌লেন, হাতের মুঠোর ভেতর থেকে গন্ধর্ব্ব রাজের মৃত্যুঞ্জয়ী কবচ এই সব কথা বল্‌চে।

রাজপুত্র বল্লেন, আগে ত আমার চেহারা ফিরিয়ে দাও তারপর অন্য কথা। বল্‌তে বল্‌তেই তিনি তার আগেকার চেহারা ফিরে পেলেন।

কবচটী হাতে পরে রাজপুত্র তাকে শুধোলেন—আচ্ছা বল ত কি করে আমি শ্বেত দ্বীপের চামেলী ফুল পাবো ?

উত্তরে কবচ বল্লে, সে তোমার কিছু ভাব্‌তে হবে না। এখন তোমায় আমি সোজা নিয়ে যাব ভৈরবী মায়াবিনীর কাছে। তোমায় সে, তার মন্ত্রের জোরে এমন ক'রে দেবে যে গন্ধর্ব্ব রাজ তোমার গায়ে হাতটি পর্য্যন্ত দিতে পারবে না।

যেমনি একথা বলা—রাজপুত্র অমনি উড়ে চল্লেন আকাশ পথে হু-হু করে।

রাত্রির বেলা, দিব্যি ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না—আর নদীর জলে তারই আলো পড়ে কচ্ছে চিক্ মিক্—ঝিক্ মিক্।

বাতাসের দোল খেতে খেতে চাঁদের আলো আর তারার চিক্ মিকির্ ভেতর দিয়ে রাজপুত্র ঝড়ের-ঝাপটা-খাওয়া-পাখীর মত ছুটে চল্লেন।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এল। রাঙ্গা সাড়ী পরে কে যেন পূব আকাশে আবির ছিটিয়ে দিয়ে গেল—ঠিক্ এম্‌নি সময় রাজপুত্র ভৈরবী মায়াবিনীর বাড়ীতে গিয়ে হাক দিলেন—ও মাসী, ও ভৈরবী মাসী—বাড়ী আছ গা ?

ভৈরবী মায়াবিনী লাঠিতে ভর দিয়ে তার ছোট্ট কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শুধোলে কেগো বাছা কে আমায় ডাক্‌ছ ?

রাজপুত্র উত্তর দিলেন এই যে আমি গো মাসী—আমি।

ভৈরবী দেখ্‌লে কার্ত্তিকের মত একটী ছেলে দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে ডাক্‌ছে।

ভৈরবী জিজ্ঞেস্ কল্লে—তা বাছা কিসের জন্য আমার এখানে এয়েছ তুমি ? রাজপুত্র তখন ধীরে ধীরে ভৈরবীকে সব কথা খুলে বল্লেন। সব শুনে ফোক্‌লা দাঁতে ফিক্ করে হেসে মায়াবিনী বল্লে, তা বাছা তুমি আমার বোনপো তোমার জন্য এ-কর্‌ব না ত কর্‌ব—কার জন্যে। এই বলে ঘর থেকে একটা কৌটো নিয়ে এসে, তা থেকে কালো কালো এক রকম ওষুধ বের ক'রে রাজপুত্রের চোখে কাজল পরিয়ে দিলে।

রাজপুত্র শুধোলেন এতে কি হবে মাসী ? আর একগাল হেসে মাসী রাজপুত্রের হাত ধরে নদীর ধারে নিয়ে গেল। রাজপুত্র জলের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন জলে তার ছায়া পড়েনি। ভৈরবী বল্লে—দেখ্‌লে বোনপো তোমায় এমনতর

শ্বেতদ্বীপের চামেলী—

মায়াবিনী বল্লে, তোমার জন্যে করবো না ত'
করবো কার জন্যে ?

করে দিয়েছি যে কেউ তোমায় দেখ্‌তে পাবে না অথচ তুমি সবাইকে দেখ্‌তে পাবে। রাজপুত্র আবার তখন চামেলীর সন্ধানে উড়ে চল্লেন। যেতে যেতে কবচকে শুধোলেন, কবচ, শ্বেত দ্বীপটা দেখ্‌তে কেমন বল দেখি ?

কবচ্‌ হেসে বল্লে ওঃ তাও জান না—দ্বীপটা আগাগোড়া সাদা প্রবালের তৈরী, তাই তার নাম হয়েছে শ্বেত দ্বীপ। আর যে চামেলী বাগানে আমরা যাচ্ছি তা, পাহারা দেয় কে জান ? রাজপুত্র বল্লেন কে ? মুচকি হেসে কবচ বল্লে, গন্ধর্ব্বরাজ নিজে। রাজপুত্র শুধোলে কি করে তা'হলে চামেলী পাব ? কবচ্‌ বল্লে, চলত আগে তারপর দেখে শুনে একটা বুদ্ধি বাৎলানো যাবে।

সন্ধ্যা হব হব ঠিক এমনি সময় তারা শ্বেতদ্বীপে গিয়ে পৌঁছুলেন। তখন থেকে সন্ধ্যা-তারাটি মিট্‌-মিট্‌ ক'রে সারা আকাশ পাহারা দিচ্ছিল।

সামনেই একটা বড় বটগাছ। কবচ বল্লে রাজপুত্র আজকের রাতটা এই গাছের ওপরই কাটিয়ে দেওয়া যাক—কি বল ? রাজপুত্র বল্লে মন্দ কি !—বলে গাছে উঠ্‌ল।

সকাল বেলায় যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, গাছে গাছে তখন পাখী ডাক্‌ছে। সকালের সোণালী আলো পড়ে প্রবালের দ্বীপটা যেন জ্বল্‌ছে।

কবচ বল্লে যাও রাজপুত্র, নদীর জলে হাত মুখ ধুয়ে এস। কবচের কথামত হাত মুখ ধুয়ে রাজপুত্র যেমনি ওপরে উঠেছে, যমদূতের মত এক যক্ষ, রাজপুত্রের হাত চেপে ধরে বল্লে চল তোমায় যক্ষরাজের কাছে যেতে হবে। রাজপুত্র চম্‌কে তার মুখপানে চেয়ে দেখ্‌লেন,—যার মত চেহারা করে তিনি যক্ষ-রাণীর কাছ থেকে কবচ আদায় করেছেন এ সেই কুম্ভ।

রাজপুত্র ফিস্‌ফিস্ করে কবচকে শুধোলে, কুম্ভ কি করে আমায় দেখলে, মায়াবিনীর কাজল ত আমার চোখে আছে।

কবচ জবাব দিলে আমারই ভুল হয়েছিল। তোমায় যখন মুখ ধুতে বল্লুম ওষুধ তক্ষুণি সব ধুয়ে গেছে। আচ্ছা চলতো, কি হয় দেখা যাক, আমি ত তোমার সঙ্গেই রইলুম।

কুম্ভ যখন রাজপুত্রকে নিয়ে যক্ষরাজের কাছে পৌঁছুল, তখন সে গোলাপজলের ফোয়ারার নীচে বসে স্নান কর্‌ছিল। রাজপুত্রকে দেখে গোঁফ চুম্‌ড়ে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, আমার বাগানের চামেলী চুরি কর্‌তে এসেছ? কুম্ভ যাও ত, একে গারদে বন্ধ করে রাখো।

রাজপুত্র গারদে বন্দী হলেন। তুপুর রাত্তিরে চুপি চুপি রাজপুত্রকে ডেকে কবচ বল্লে শিগ্গির ওঠ, এখন আমাদের পালাতে হবে, রাজপুত্র অবাক্ হ'য়ে লাফিয়ে উঠে বল্লেন পালাতে হবে?—কি করে পালাবো?

'যক্ষরাজ বল্লে—কুম্ভ, একে গারদে বন্ধ করে রাখ।
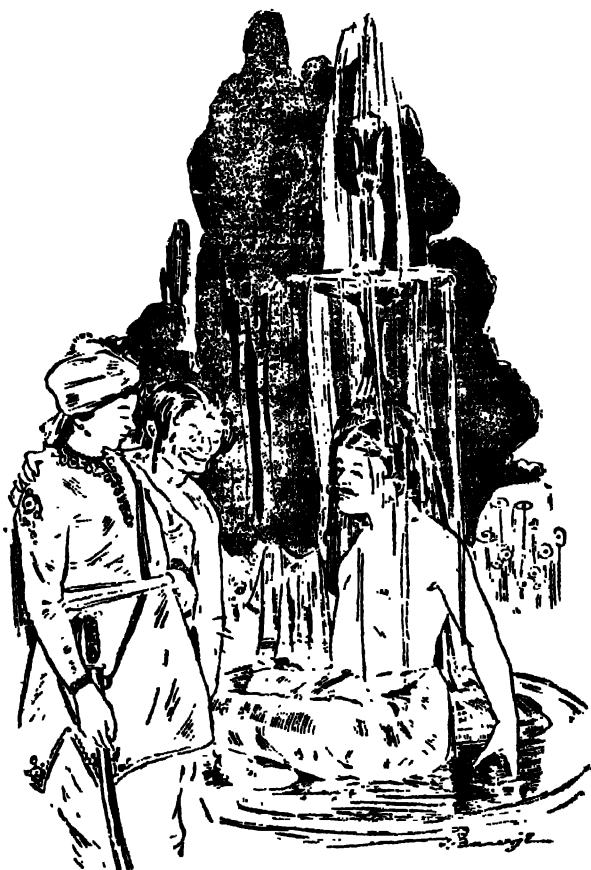
কবচ ফিস্‌ফিস্‌ করে বল্লে, চুপ—কথাটি নয়। রাজপুত্র তেমনি নীচু গলায় শুধোলেন, কি করতে হবে এখন ?

কবচ চুপি চুপি বল্লে, পাহারাওয়ালারা সব ঘুমিয়েছে, এখন আর কোন ভয় নেই। আমি তোমায় ছোট্ট পাখিটা করে দিচ্ছি—ফুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড় তুমি জানালার ফাঁক দিয়ে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজপুত্র একটা বুলবুলি পাখী হ'য়ে গেলেন, আর জানলার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন শব্দ ক'রে কিচ্‌-কিচ্‌।

গারদ থেকে বেরুতেই কবচ তাঁর কানে কানে বল্লে, রাজপুত্র শিগ্গীর উড়ে চল তুমি চামেলী বাগানে—আমি তোমায় রাস্তা বাত্‌লে দোবো। এই রাত থাক্‌তে নিতে না পারলে, তোমার পালানর খবর পেয়ে রাজা সাবধান হবে।

নিঝুম রাত, আকাশের তারাগুলো চিক্‌চিক্‌ কচ্ছে, সমস্ত শ্বেত দ্বীপটা যেন কোন স্বপনপুরীর মরণ কাঠির পরশ পেয়ে নীরব নিথর হ'য়ে আছে।

রাজপুত্র উড়ে চল্লেন কবচ দেখানো পথে,—সেই চামেলী বাগানের উদ্দেশে।

উড়ে-চলা-পথে যেতে যেতে রাজপুত্র দেখ্‌তে পেলেন দূরে খানিকটা জায়গা আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। কবচ বাত্‌লে দিলে ওইটে হচ্ছে—সেই চামেলী বাগান।

রাজপুত্র শুধোলে এত আলো কেন ? কবচ হেসে বল্লে—

ওঃ ছাই তাও বুঝি জান না? আলো যে বেরুচ্ছে সেই চামেলী থেকেই।

বাগানের কাছে গিয়ে রাজপুত্র নেমে পড়্‌লেন একটা চামেলী গাছে।

সত্যিই তো! বাগানটা চামেলী গাছে ভরা, আর লাখো লাখো ফোটা চামেলী থেকে আলো বেরিয়ে জায়গাটাকে ক'রেছে যেন চাঁদের-আলো-জ্বালা-আকাশের মতো।

কবচ রাজপুত্রের কাণে কাণে বল্লে শব্দ করোনা, গাছের নীচে যক্ষরাজ ঘুমুচ্ছে—চট্‌ ক'রে একটা চামেলী ঠোঁটে নিয়ে পালিয়ে এসো।

রাজপুত্র ব'ল্লে শুদ্ধু একটা চামেলী নেবো? কবচ, আমায় মানুষ করে দাও, আমি আঁচল ভরে চামেলী তুলি——

কবচ ধমক দিয়ে ব'ল্লে, চুপ যক্ষরাজ জাগ্‌লে মারা যাবে যে!

কাজেই রাজপুত্র আর কি করেন? একটা চামেলী ঠোঁটে ক'রে নিয়ে উড়ে চল্লেন——নিজের দেশের দিকে।

তারপর?

তারপর আর কি! বরের পোষাক পরে লোক-লস্কর নিয়ে রাজপুত্র চল্লেন দুধরাজার দেশে, আর লোক-লস্করেরা সেখানে হালুয়া খেলো আর রোটী পাকালো যত তাদের খুসী।

রাজ্য শুদ্ধ লোক তো শুনে একেবারে থ! রাজকন্যা নাকি পণ করেছে স্বপ্নে-দেখা রাজপুত্র ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

রাণী বল্লেন, কি করে তার দেখা পাবি মা? স্বপ্নের দেখা কখনো সত্যি হয়?

রাজকুমারী কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লেন—তাঁর দেখা আমি পাবই। একদিনই তো শুধু দেখিনি আমি তাঁকে? স্বপনপুরীতে অনেক দিন থেকেই যে তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা।

রাণী শুধোলেন—তবে কি করে তার দেখা পাবি?

রাজকুমারী মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লেন, একটীবার শুধু আমায় ছেড়ে দাও মা। আমি একবারটি দেখি দেশে দেশে খুঁজে তাঁকে পাই কি না।

স্বপনপুরীর সাথী—

রাজকুমারী বল্লেন—স্বপনপুরীতে অনেকদিন থেকেই যে তাঁর সঙ্গে আমার চেনাশোনা।

রাণী বল্লেন—মহারাজ কি তাতে রাজী হবেন ? রাজকুমারী বল্লেন—তুমি একবারটি বুঝিয়ে বল্লেই হবে।

রাণী বল্লেন আচ্ছা, একবার বলে দেখি। রাজা সব শুনে বল্লেন, সে কি করে হবে ? ও একা একা যাবে কোথায় ?

রাণী বল্লেন—তা ওর সঙ্গে জনা চারেক দাসী যাক্, মন্ত্রী ম'শায় যান্—আর সৈন্য সামন্ত যা হয় কিছু পাঠিয়ে দাও।

শেষকালে রাণীর কথাই বাহাল রইল। বিশ্বাসী বুড়ো মন্ত্রীর সঙ্গে জনা চারেক দাসী আর পেছনে দলে দলে সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজকুমারী গিয়ে রথে উঠলেন।

এ দেশ সে দেশ ঘোরার পর যখন কিছুতেই সে রাজপুত্রের সন্ধান মিল্‌ল না—তখন মন্ত্রী একদিন রাজকুমারীর কাছে গিয়ে বল্লেন—মা, অনেক দেশই তো দেখ্‌লে, কৈ তার সন্ধান পেলে কি ? স্বপ্নের কথা কি মা কখনো সত্যি হয় ?

রাজকুমারী বল্লেন—না জ্যাঠা মশায়, আপনি সৈন্যদের বলুন—আরও এগিয়ে যেতে হবে। তাঁকে পেতে আমায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যদি যেতে হয় তাও আমি যাব।

মন্ত্রী মশাই আর কি করেন! রথ দিনকে দিন এগিয়ে চল্লো।

একদিন ঠিক দুপুর বেলা রাজকুমারীর রথ মস্তবড় এক বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাজকুমারী দেখ্‌তে পেলেন—

বাজারের মাঝখানে একটা লোক ট্যাঁড়া দিয়ে কি চেঁচিয়ে বল্‌ছে—আর তাকে ঘিরে লোক জমেছে বিস্তর।

রাজকুমারী দাসীকে ডেকে বল্লেন, দাসী, রথ থামাতে বল। বাজারে ট্যাঁড়া দিয়ে কি বল্‌ছে আমি শুনবো।

রাজকন্যার আদেশ জানাতেই রথ থামলো; একজন সৈনিক গিয়ে ট্যাঁড়া 'ওয়ালাকে রথের কাছে নিয়ে এলো—।

ট্যাঁড়াওয়ালা ট্যাঁড়া বাজিয়ে স্বরু করে দিলে;—

আমাদের রাজপুত্রকে এক দৈত্য এসে শিকল দিয়ে পাহাড়ের ওপর বেঁধে রেখে গেছে; কেউ সে শিকল খুল্‌তে পারে নি। রাজপুত্র বলেছেন, যদি কেউ সেই পাহাড়ের নীচেকার সমুদ্র থেকে এক ডুবে মৎস্যরাণীর মাথার পদ্মরাগ মণি এনে এই শিকলে ছোঁয়াতে পারেন—তবেই শিকল খুল্‌বে।

এখন সেই পদ্মরাগ মণি যে এনে দেবে মহারাজ তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেবেন। সব শুনে রাজকন্যা বল্লেন—আমি সেই রাজপুত্রকে দেখ্‌বো।

মন্ত্রী বল্লেন—তাকে দেখে কি হবে মা? আর সে কোথায় কোন পাহাড়ে আছে কে জানে?

রাজকুমারী বল্লেন, কেন? ঐ ট্যাঁড়াওয়ালাকে ডাকুন না; ওর কাছেই সব খবর জানা যাবে। ট্যাঁড়াওয়ালার কাছে রাস্তার খবর জেনে নিয়ে রথ আবার ছুট্‌ল সেই পাহাড়ের পথে।

পাহাড়ের নীচে গিয়ে রথ থাম্‌ল। সকলকে সেইখানে অপেক্ষা কত্তে বলে মন্ত্রী, রাজকুমারীকে নিয়ে পাহাড়ের ওপর গিয়ে উঠ্‌লেন।

তাঁরা দেখ্‌লেন যেন চাঁদের আলো জমিয়ে তৈরী একটা ফুট ফুটে ছেলেকে মস্ত বড় একটা গাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছেলেটা ছট্‌ ফট্‌ কচ্ছে আর সতৃষ্ণনয়নে চারদিকে তাকিয়ে কার যেন অপেক্ষা কচ্ছে।—রাজকুমারী রাজপুত্রের দিকে চেয়েই চম্‌কে উঠ্‌লেন—এই না তার স্বপনপুরীর চেনা বন্ধু—

যার জন্যে তিনি দেশবিদেশের পথে পথে ঘুরে মর্‌ছেন!

রাজকুমারীকে দেখে রাজপুত্রের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, এই যে তুমি এসেছ—আমি যে তোমারই পথ পানে চেয়েছিলাম।

রাজকুমারী তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লেন—ওগো তোমার জন্যে আমি কত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু এ বেশে তোমায় প্রথম দেখা যে আমি কিছুতেই সইতে পাচ্ছিনি!

রাজপুত্র হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন—পদ্মরাগমণি আনলেই তো আমার বাঁধন খুলে যাবে! রাজকুমারী মাথা তুলে বল্লেন—হ্যাঁ এক্ষুণি আমি যাব পদ্মরাগ মণি আন্‌তে—কিন্তু আন্‌তে পার্‌ব কি? তুমি আমার মনে বল দাও!

স্বপন-পুরীর সাথী-

রাজপুত্র বল্লেন—আমি যে তোমারই

পথ পানে চেয়েছিলাম।

রাজপুত্র রাজকুমারীর চোখের ওপর চোখ রেখে বল্লেন—তুমি নিশ্চয়ই পার্‌বে। তোমার আশায়ই যে আমি দিন্ গুন্‌ছিলাম।

রাজপুত্রের পায়ের ধূলো নিয়ে রাজকুমারী পাহাড়ের ওপর থেকে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন।

বুড়ো মন্ত্রী হা-হা করে উঠ্‌লেন!

রাজকুমারী এক ডুবে পাহাড়ের তলায় গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন—লাখো লাখো মণিমুক্তো সমুদ্রের তলাটার গায়ে যেন চাঁদের আলো মাখিয়ে দিয়েছে। একটা ছোট লাল-মাছ ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে দুলে দুলে তার কাণের কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে শুধোলে—কোন দেশের মেয়ে গা তুমি—কি চাই তোমার?

রাজকুমারী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লেন, আমার বাড়ী অনেক ওপরে। তোমাদের রাণীর সঙ্গে দেখা হয় কি করে বল্‌তে পার? একরত্তি মাছটি তার ছোট্ট লেজ দিয়ে জল নাড়িয়ে বল্লে—তা আর কি? আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি রাণীমাকে।

খানিক বাদে মাছটি ফিরে এসে বল্লে, রাণীমা শুধোলে, তুমি কোন দেশের লোক গা?

রাজকুমারী বল্লে—আমি মানুষের দেশের লোক। মাছটা দুধারের জল ছল্‌কে দিয়ে খবর নিয়ে ছুটে গেল। আবার একটু

বাদেই ফিরে এসে বল্লে, রাণীমা বল্লেন—মানুষের দেশের লোককে বিশ্বাস নেই—তারা সব কত্তে পারে। তবে যদি তুমি একমাস রাণীমার দাসীর কাজ কত্তে পার তবেই তাঁর দেখা পাবে।

রাজকুমারী তাতেই রাজী—! রাজপুত্রের জন্যে যে তিনি তার প্রাণ পর্য্যন্ত ঢেলে দিতে পারেন!

রাজকুমারীর কাজ হ'ল শুধু মণি মুক্তো দিয়ে রাণীর জন্যে রোজ একটা করে তোড়া সাজিয়ে দেওয়া।

রাজপুরীতে রাজকুমারীর বাগানের জন্যে যে মালী ছিল সে ফুলের তোড়া তৈরী কত্তে পারত বড় সুন্দর। কাজেই ও বিদ্যাটা রাজকুমারীর বেশ ভালই জানা ছিল।

মণিমুক্তো দিয়ে সাজিয়ে ফুলের তোড়ার মত বেশ একটা তোড়া রাজকুমারী রাণীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন!

তোড়া পেয়ে রাণী খুব খুসী! এত তার দাসী, একদিনের তরেও তো কেউ এমন তোড়া তাকে তৈরী করে দেয়নি!—

রাণী রাজকুমারীকে ডেকে পাঠালেন। রাণী খুসী হয়ে রাজকুমারীকে শুধোলেন—আমি তোমার তোড়া পেয়ে খুব খুসী হয়েছি—বল কি চাই তোমার?

রাজকুমারী বল্লেন, যদি খুসীই হয়েছেন তবে দয়া করে আপনার মাথার পদ্মরাগ মণি আমায় দিন।

মৎস্যরাণী একটু ইতস্ততঃ করলেন্—কারণ ঐ মণিটী মৎস্য-

রাজকুমারী বল্লেন—তবে দয়া করে আপনার মাথার পদ্মরাগ মণি আমায় দিন।
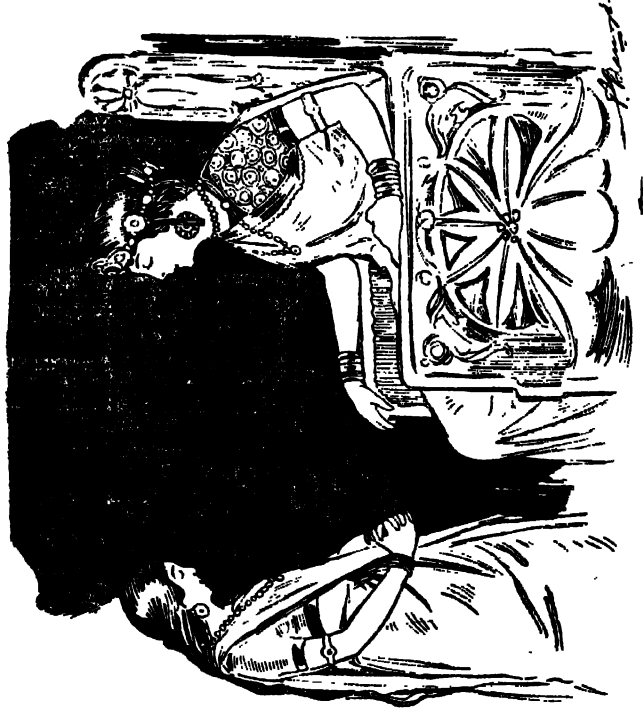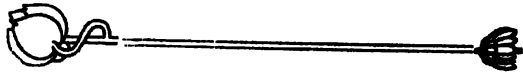
রাজের দেয়া প্রথম উপহার, কিন্তু যখন কথা দিয়েছেন—তখন আর উপায় নেই।

মণি পেয়ে রাজকুমারী রাণীর কাছে বিদায় নিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলেন। বুড়ো মন্ত্রী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—আমার মান রক্ষা করেছ মা—নইলে দেশে গিয়ে কি আর আমি মুখ দেখাতে পার্‌তাম ?

তারপর পদ্মরাগ মণির পরশ পেয়ে রাজপুত্রের বাঁধন আপনি খুলে গেল। খবর পেয়ে রাজা ছুটে এলেন।

রাজকুমারীর মুখ পানে চেয়ে রাজা বল্লেন, মা তুমি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছ আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিনি—চল মা—আমার ঘরে চল।

রাজকুমারী নীচু হয়ে রাজার পায়ের ধূলো নিয়ে মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—কিন্তু বাবা—আমি অৰ্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যের বদলে—শুধু রাজপুত্রটীকে চাই।
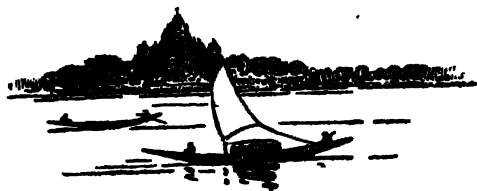
রাজপুত্রের বিয়ে !

ভাট ছুটেছে দেশ বিদেশে ; মদ্রদেশে, কলিঙ্গদেশে—উত্তরে, পূবে, দক্ষিণে, পশ্চিমে—কোনদিকে বাদ নেই ।

রাজপুরীতে আনন্দের হাট বসে গিয়েছে। রাজা আজ দাতাকর্ণ ; যে যা চাইছে—দু'হাত ভ'রে তা' নিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

অন্দর থেকে রাণীর আদেশে মন্দিরে মন্দিরে পূজো দেয়া হচ্ছে—ধর্ম্মশালায় গরীব দুঃখী প্রজারা পেট ভ'রে খাচ্ছে আর আঁচলে বেঁধে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে।

উত্তরের দূত ফিরে এসে রাজাকে জানালে, খুব সুন্দরী একটী মেয়ে পাওয়া গেছে, উত্তরে—বহুদূরে যাদুকরের দেশে।

মেয়েটির জোড়া সুন্দরী নাকি কোনো দেশে নেই। দেশ বিদেশের রাজা মহারাজারা তাকে পাবার জন্য আকুল।

রাজা বল্লেন, তা' তুমি আমার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে এলে না কেন ?

দূত প্রণাম করে বল্লে—তাকি আমি চেষ্টা করিনি মহারাজ ? আমি যাদুকরের সাক্ষাৎ পাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তার পুরীর ভেতর ঢুক্‌তে পারিনি।

রাজা বল্লেন—কি করে তবে যাদুকরকে খবর পাঠানো যাবে ?

দূত বল্লে মহারাজ, যাদুকরের বাড়ীর আশে পাশে সাত দিন ধরে ক্রমাগত ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু কিছুতেই যাদুকরের সাক্ষাৎ পাইনি, আর কি করে যাদুপুরীতে ঢুক্‌তে হবে তাও ঠাহর কর্ত্তে পারিনি।

রাজপুত্র ধীরে ধীরে উঠে বল্লেন—বাবা, নিজেই আমি যাদুপুরীর খোঁজে যাব—অনুমতি দাও।

রাজা হেসে বল্লেন—তুই কি পারবি রে ?

রাজার পায়ের ধূলো নিয়ে রাজপুত্র উত্তর দিলেন, শুধু তোমার আশীর্ব্বাদে আমি জগতে যে কোন কাজ কর্ত্তে পারি।

রাজা বল্লেন, পারিস্ যদি তো আমার কোন আপত্তি নেই।

রাজপুত্র আবার রাজার পায়ের ধূলো নিয়ে যাত্রার আয়োজন কর্ত্তে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে দূতকে

গোপনে ডেকে শুধোলেন—আচ্ছা, কি করে যাদুপুরীর ভেতরে যাওয়া যায় তা কিছু শুনেছিস্ ? দূত উত্তরে বল্লে, তাতো কিছু শুনিনি—তবে কোনো রকমে একবার ভেতরে ঢুকে যাদুকরের বৌকে মা বলে ডাক্‌লে নাকি কাজ উদ্ধারের জন্য আর বেগ পেতে হবে না।

দূতের কাছ থেকে যাদুপুরীর রাস্তাটা মোটামুটি জেনে নিয়ে রাজপুত্র বেরিয়ে পড়্‌লেন।

রাজপুরী থেকে বেরুতেই মন্ত্রী পুত্রের সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র হেসে বল্লেন—বন্ধু, যাদুপুরীর সন্ধানে যাচ্ছি—যাবার সময় দেখা হ'ল ভালই। আবার কত দিন বাদে দেখা হবে কে জানে ?

মন্ত্রীপুত্র শুধোলেন—যাদুপুরী কেন ?

রাজপুত্র বল্লেন, সে অনেক কথা—ফিরে এসে বল্‌বো।

মন্ত্রীপুত্র হেসে বল্লেন, আর কিছু বলতে হবে না—আমি সব বুঝে নিয়েছি, যাক্—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাজপুত্র অবাক হ'য়ে বল্লেন—সে কি ভাই ? তুমি আমার জন্যে কষ্ট পেতে যাবে কেন ? মন্ত্রীপুত্র বল্লেন, সে সব শুন্‌ছিনে আমি। যাবই আমি তোমার সঙ্গে।

রাজপুত্র আর কি করেন ! দু'জনে বেরিয়ে পড়্‌লেন। যেতে যেতে তারা গিয়ে যখন একটা বনে পৌঁছুলেন তখন সন্ধ্যা হব-হব।

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন—বন্ধু, আজ এই বনেই রাত কাটানো যাক্।

খুব সকালে রাজপুত্রের যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌লো—মন্ত্রীপুত্র তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। রাজপুত্র ভাবলেন—আমার জন্যে বন্ধু কষ্ট করে কেন সেই যাদুপুরী যাবে? তার চেয়ে আমি পালাই—ঘুম থেকে উঠে আমায় দেখ্‌তে না পেয়ে বন্ধু নিশ্চয় বাড়ী ফিরে যাবে। এই না ভেবে রাজপুত্র পা টিপে টিপে খানিক দূর এসে—একেবারে এক ছুটে বন পেরিয়ে গেলেন।

চল্‌তে চল্‌তে রাজপুত্র যখন এক সরোবরের তীরে এসে পৌঁছলেন—তখন ঠিক দুপুর।

সেই সরোবরে স্নান করে বন-থেকে-আনা ফল খেয়ে রাজপুত্র আবার চল্‌তে সুরু কল্লেন।

লোকের কাছে জিজ্ঞেস ক'ত্তে ক'ত্তে রাজপুত্র যাদুপুরীর দিকে এগিয়ে চল্লেন।

সূর্য্যি মামা যখন পশ্চিম আকাশের পথে পথে ফাগ্ ছড়াতে ছড়াতে অস্তাচলের ধারে এসে তার আলোর জাল গুটিয়ে নিলেন—ঠিক সেই সময় রাজপুত্র যাদুপুরীর সামনে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়্‌লেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে পুরীর চার পাশটা ঘুরে এলেন। উঁচু লোহার দেয়ালে পুরীটি ঘেরা, কোথা দিয়ে যে তার সদর দরজা তা কিছুই ঠাহর কত্তে পাল্লেন না।

হঠাৎ রাজপুত্রের মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। তিনি তাড়া-

যাদুকরের মেয়ে—

তাড়ি এক সন্ন্যাসীর বেশ পরে যাদুপুরীর সাম্‌নে যে বট গাছ তার তলায় বসে রইলেন। যারা ওপথ দিয়ে যেতো আস্‌তো এই তরুণ সন্ন্যাসীটাকে দেখে খাবার ফলমূল, এমনি সব অনেক-কিছু দিয়ে যেতো। তাতেই রাজপুত্রের কোন রকমে চলে যেতো। কিন্তু তিনি কোন রকমেই পুরীতে ঢোকবার পথ ঠাহর কত্তে পাল্লেন না।

এই রকম করে দিন সাতেক কেটে গেল। রাজপুত্র বসেই আছেন।

একদিন দুপুর বেলা রাজপুত্র বটগাছ তলায় বসে আছেন হঠাৎ যাদুপুরীর ভেতর একটা হট্টগোল আর কান্নাকাটির শব্দ শুন্‌তে পেলেন। পুরীর দিকে চাইতেই দেখেন সেই লোহার দেয়ালের ভেতর একটা সুড়ঙ্গের মত দেখা যাচ্ছে এতদিন পরে ঈপ্সিত বস্তুর দেখা পাওয়াতে রাজপুত্র যেই উঠে দাঁড়িয়েছেন অমনি একটা অসুরের মত জোয়ান লোক এক পরমাসুন্দরী মেয়েকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে হুম্‌ করে বেরিয়ে আকাশ পথে মিলিয়ে গেল। রাজপুত্রের চোখ ঝল্‌সে গেল।

কিন্তু তখন আর বিবেচনা করবার সময় নেই, রাজপুত্রও এই অবসরে হুস্‌ করে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে গেলেন। ঢুকেই দেখেন চারদিকে দাসদাসীরা ছুটো-ছুটী কচ্ছে আর একটি স্ত্রীলোক আছড়ে পড়ে কাঁদছে। রাজপুত্রের হঠাৎ মনে হ'ল এ নিশ্চয়ই

যাদুকর-পত্নী। যেই মনে হওয়া অম্নি তাঁর কাছে গিয়ে শুধোলেন—"মা আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কি বিপদ আমায় বলুন—আমি প্রাণ দিয়েও তার প্রতিকার কর্ব্বো। স্ত্রীলোকটী ওপরের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন—কে তুমি বাছা আমায় মা ব'লে ডাক্‌ছ? আমার যে বিপদ প্রাণ দিয়েও তুমি তার কোন প্রতিকার কত্তে পার্ব্বেনা, আর তোমার এই কচি বয়েস তুমি কেন বাছা আমার জন্যে প্রাণ হারাতে যাবে?

রাজপুত্র বল্লেন, আপনি কিছু মাত্র সঙ্কোচ কর্ব্বেন না। কি বিপদ আমায় বলুন—আমি তার প্রতিকার কত্তে যথাসাধ্য চেষ্টা করব—আর আমার বিশ্বাস এতে কৃতকার্য্যও হবো।

যাদুকর পত্নী সুরু কল্লেন, আমার এক মেয়ে আছে—পরমা সুন্দরী মেয়ে; দেশ বিদেশের রাজপুত্রেরা তাকে পাবার জন্যে ব্যস্ত। নাম তার কাঞ্চনকুমারী। শুদ্ধ নামে নয়—গায়ে তার কাঁচা সোনার রং। আমার স্বামী একজন বড় যাদুকর। আমাদের পাশের রাজ্যও এক যাদুকরের। একদিন ঐ যাদুকর এসে আমার স্বামীকে জানালো সে আমাদের মেয়েকে বিয়ে কত্তে চায়। কিন্তু আমার স্বামীর ইচ্ছে নয় যে ওর সঙ্গে কাঞ্চনের বিয়ে হয়। প্রার্থনা পূর্ণ না হওয়ায় যাদুকর সেই দিন

যাদুকরের মেয়ে—

রাজপুত্রের চোখ ঝলসে গেল।

৪৩ পৃষ্ঠা

বঙ্গ সাহিত্য মন্দির।

[শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ।

থেকে ভয়ানক রেগে গেল—আর তখন থেকে তার একমাত্র কাজ হ'ল কি করে কাঞ্চনকে হাত করে।

কিন্তু আমাদের সাবধানতায় সে কিছুতেই সুবিধা কত্তে পারেনি। আজ স্বামী বাড়ী নেই দেখে সুবিধা পেয়ে আমার কাঞ্চনকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

যাদুকর পত্নী কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রাজপুত্র বল্লেন, কোন ভয় নেই আমি যাচ্ছি, এক্ষুণি আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আস্‌বো। এই বলে রাজপুত্র যাদুপুরী থেকে বেরুতে যাবেন এমন সময় যাদুকর এসে পৌঁছলেন।

সমস্ত ব্যাপার শুনে যাদুকর স্ত্রীকে শুধোলেন এঁকে? যাদুকর পত্নী বল্লেন, এই ছেলেটী আমায় মা ব'লে ডেকেছে, আর ব'লেচে সে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে আস্‌বে।

এত দুঃখেও যাদুকর হেসে বল্লেন—পাগল! তুমি কি করে তাদের সঙ্গে পারবে? সে যখন কাঞ্চনকে নিয়ে তার পুরীতে ঢুকেছে তখন তাকে উদ্ধার করা শক্ত হবে। মহাবীরের যাদু বড় শক্ত যাদু।

রাজপুত্র মরিয়া হ'য়ে বল্লেন—কি কত্তে হবে বলুন—আমি তার উদ্ধারের জন্যে সব কত্তে পারি—না হয় আমি প্রাণ দেবো।

যাদুকর খুসী হ'য়ে বল্লেন—বেশ তুমি আমার সঙ্গে এসো, যাদু বিদ্যার মন্ত্র সব শিখিয়ে দিচ্ছি।

কল কৌশল আর খবরাখবর সব জেনে নিয়ে রাজপুত্র চল্লেন সেই মহাবীর যাত্নকরের সন্ধানে।

রাজপুত্র যখন মহাবীরের পুরীর কাছে পৌঁছুলেন তখন রাত্তির হয়ে গেছে অনেক। যাত্নকর-পত্নীর-দেয়া খাবার খেয়ে সে রাত্তিরটা তো এক রকম গাছের তলায়ই কেটে গেল। পরদিন সকাল বেলায় উঠে রাজপুত্র একবার মহাবীরের পুরীর চারপাশটা ঘুরে এলেন।

তোরণ দ্বারের সামনেই মস্ত বড় এক চাকা, আর চাকার ভেতরের ফলাগুলো এক একটা ধারালো তলোয়ার। চাকাটি দিন রাত্তির ঘুরছে বন্-বন্-বন্। মানুষ তো দূরের কথা সামান্য পোকা মাকড়েরও তার ভেতর দিয়ে ঢোকবার সাধ্য নেই।

তুদিন ক্রমাগত ঘুরেও, মহাবীর কোথা দিয়ে পুরী থেকে বেরোয় আর কোথা দিয়ে ঢোকে তা রাজপুত্র কিছুই ঠাহর কত্তে পাল্লেন না।

রাজপুত্র মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

সেদিন রাত্তিরে ভয়ানক গরম পড়েছিল। সারারাত ঘুম না হওয়ায় রাজপুত্র মহাবীরের পুরীর সাম্‌নে পায়চারী কচ্ছিলেন—এমন সময় হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দশুনে তিনি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। কিছুবাদে দেখলেন মহাবীর কোথেকে ঝুপ করে পুরীর তোরণ দ্বারের কাছে নেমে পড়লো। তারপর

তিনটা তুড়ি মারতেই চাকাটা থেমে গেল। চাকার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাবি এনে তোরণ দ্বারটা খুলে ফেলে মহাবীর ভেতরে ঢুকে গেলেন। চাকা আবার ঘুরতে লাগলো—বন্-বন্-বন্।

রাজপুত্রের আনন্দ দেখে কে? তিন লাফে এগিয়ে এলেন তিনি তোরণ দ্বারের কাছে। তারপর যেমনটী দেখেছিলেন—ঠিক তেম্নি করে ঢুকে পড়্লেন তিনি পুরীর ভেতর।

ভেতরে ঢুকেই রাজপুত্র এক ধাঁধাঁয় পড়ে গেলেন, যে দিকে চান শুদ্ধ রাশি রাশি অন্ধকার যেন তাঁকে গ্রাস কত্তে ধেয়ে আসে। এতদূর এসে বিফল মনোরথ হ'য়ে তাঁকে ফিরে যেতে হবে? কক্ষণো না। পূর্ণ উদ্যমে তিনি বেরোবার রাস্তা খুঁজ্তে লাগলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল যাদুকরের শেখান একটী মন্ত্র যা দিয়ে অনায়াসে অন্ধকার দূর করা যায়। ব্যাস! যেমনি মনে হওয়া তেমনি কাজ। মন্ত্রটি উচ্চারণ করা মাত্র সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার দিনের আলোর মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল—আর রাজপুত্র ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেই অন্ধকূপ থেকে।

কিছুদূর গিয়ে দেখ্তে পেলেন একটা সিড়ি বরাবর নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। তিনি সেই সিড়ি ধরে নেমে গেলেন।

সেখানে যেয়ে যা দেখ্লেন—তাতে তো তার চক্ষু স্থির! কাঞ্চন কুমারীর সমস্ত শরীরটা একটা বাক্সের ভেতর পুরে

শুধু মাথাটা বাইরে রেখে তালা বন্ধ করে রেখেছে আর তার দুচোখ থেকে ঝর ঝর জল পড়ে গাল দুটি ভেসে যাচ্ছে।

রাজপুত্র ছুটে তার কাছে গিয়ে বল্লেন, যদি বাঁচতে চান শিগ্গির আমার সঙ্গে চ'লে আসুন। কাঞ্চন কুমারী তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লেন আপনিই বা কে? আর আমি এর ভেতর থেকে বেরোবই বা কি করে?

রাজপুত্র বল্লেন—কে আমি তা পরে জানতে পারবেন—এই বলে এক চাড় দিয়ে বাক্স ভেঙ্গে ফেলে কাঞ্চন কুমারীর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। মহাবীরের তোরণ দ্বার পেরিয়ে আসতেই দিনের আলো তাদের দুজনকে স্নান করিয়ে দিলে। এইবার রাজপুত্র কাঞ্চনের মুখের দিকে চাইলেন। কাঞ্চনের মুখ লাল হয়ে উঠল্। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে রাজপুত্র পেছন ফিরে দেখেন মহাবীর ছুট্তে ছুট্তে তাদের দিকেই আস্ছে।

রাজপুত্র চক্ষের পলকে যাদুকরের শেখানো মন্ত্রে কাঞ্চন-কুমারীকে নিয়ে আকাশে উঠ্লেন; মহাবীরও আকাশ পথে তাঁদের তাড়া করল। কিছুদূর গিয়ে রাজপুত্র দেখ্লেন চারদিক থেকে দলে দলে সব জন্তু জানোয়ার তাদের তাড়া করে আস্ছে। কিন্তু মন্ত্রের জোরে তাঁদের সব হটিয়ে দিয়ে রাজপুত্র কাঞ্চনকে নিয়ে যাদুকরের পুরীতে এসে পৌঁছলেন। পুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠ্ল! যাদুকর-পত্নী ছুটে এসে কাঞ্চনকে বুকে নিলেন।

যাদুকরের মেয়ে—

রাজপুত্র পেছন ফিরে দেখলেন—মহাবীর ছুটতে ছুটতে তাদের দিকেই আসছে।

ভাল একটা দিন দেখে, যাতুকর, কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দিলেন।

রাজপুত্র যাতুপুরীতে থাকেন আর যাতুকরের কাছে সব যাতু-বিদ্যা শেখেন। এ রকম করে গেল বছর তিনেক।

একদিন রাজপুত্র যাতুকরের কাছে গিয়ে বল্লেন—বাড়ীর জন্য আমার মন কেমন কচ্ছে; বাপ মাকে কতদিন দেখিনি—আমি বাড়ী ফিরে যাব।

যাতুকর হেসে বল্লেন—বেশ তো বাড়ী যাবে এতো বেশ ভাল কথা। কাঞ্চনকেও নিয়ে যাবে তো? রাজপুত্র মাথা নীচু করে বল্লেন—হাঁ।

তিন বছর পর রাজপুত্র কাঞ্চনকুমারীকে নিয়ে দেশে যাত্রা করলেন। কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে ছোট্ট একটী শুকপাখী। দলে দলে লোকজন আর বিয়ের যৌতুক সব চল্‌লো তাঁদের পেছু পেছু।

এক দিনের পথ যাবার পর তাঁদের হঠাৎ মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে দেখা। মন্ত্রীপুত্র হেসে বল্লেন—বন্ধু আমি যে তোমারই খোঁজে বেরিয়েছি।

রাজপুত্র তাকে নিজের রথে তুলে নিয়ে—আগাগোড়া সব বল্লেন। রথ দেশের দিকে ছুটে চল্‌লো।

আদ্দেক পথে গিয়ে একটা পাহাড়ের নীচে তাঁরা তাঁবু

গাড়্লেন। রাজপুত্রের সৌভাগ্য দেখে মন্ত্রীপুত্র হিংসায় যেন ফেটে যাচ্ছিল। সেই দিন বিকেলবেলা রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র বেড়াতে বেড়াতে পথের ধারে একটা মরা বাঁদর দেখ্তে পেলেন। মন্ত্রীপুত্রের মাথায় এক দুষ্ট বুদ্ধি এলো।

মন্ত্রীপুত্র শুধোলে আচ্ছা বন্ধু, তুমি তো অনেক যাদুবিদ্যা শিখে এয়েছো, এই বাঁদরটা বাঁচাও দেখি। রাজপুত্র বল্লেন—এ আর বেশী কি? এই না বলে—নিজের দেহ ছেড়ে তাঁর আত্মাটা বাঁদরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন, অমনি বাঁদরটা লাফিয়ে উঠ্ল—আর রাজপুত্রের দেহটা মাটিতে পড়ে রইল। এই দুষ্টু মন্ত্রীপুত্রও এ বিদ্যে জান্তো, রাজপুত্র যেই বাঁদরের ভেতর ঢুকেছেন, অমনি সুযোগ বুঝে নিজের দেহ ছেড়ে মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের দেহে গিয়ে ঢুক্লেন। মন্ত্রীপুত্রের দেহটা মাটিতে পড়ে রইল।

এই না দেখে বাঁদরটা এক লাফে পালিয়ে গেল। মন্ত্রীপুত্র তখন লোকজনদের কাছে রটিয়ে দিলে যে, মন্ত্রীপুত্র সাপের কামড়ে মারা গেছে। কাঞ্চনকুমারী এর বিন্দু-বিসর্গও জান্তে পারলেন না।

কয়েক দিনের মধ্যে, তাঁরা দেশে এসে পৌঁছুলেন। রাজা রাজপুত্রকে ফিরে পেয়ে কি খুসী। রাণী বৌকে আদর ক'রে ঘরে তুলে নিলেন। মন্ত্রীপুত্র দেশে এসে প্রচার করে দিলেন—

যে যতটা বাঁদর ধরে দিতে পারবে—প্রতি বাঁদরের জন্যে তাকে পাঁচ টাকা ক'রে দেওয়া হবে। সকলে ভাব্‌লে রাজপুত্রের খেয়াল!

গরীব প্রজারা পয়সার লোভে দলে দলে রাজ্যের যত বাঁদর ধরে আনতে লাগ্‌লো; রাজপুরী একটা চিড়িয়াখানা হয়ে উঠ্‌ল—কিন্তু সে বাঁদর মিল্‌লো না।

একদিন কথায় কথায় কাঞ্চনকুমারী কি করে টের পেলেন—এ রাজপুত্র নয়। তার মনে ভয়ানক খট্‌কা লাগলো।

কাঞ্চন একটা জিনিষ লক্ষ্য কর্‌লেন—রোজ তার স্নান করার সময় একটা বাঁদর গাছের ডালে বসে তাঁকে দেখে—আর তিনি চলে আসতেই বানরটা কোথায় চলে যায়। মন্ত্রীপুত্র বানরটাকে ধর্‌তে অনেক চেষ্টা কর্‌লেন কিন্তু সে ধরা দিলে না।

কাঞ্চনকুমারী ছিলেন খুব বুদ্ধিমতী, তিনি সহজেই ব্যাপারটা বুঝে নিলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মন্ত্রীপুত্র ও কাঞ্চনকুমারী বাগানে শ্বেত-পাথরের আসনের ওপর বসে আছেন—হঠাৎ কাঞ্চনকুমারী দেখ্‌তে পেলেন তাদের পেছনের গাছের ওপর বানরটি বসে।

কাঞ্চন মন্ত্রীপুত্রকে শুধোলেন, আচ্ছা, তুমি বাবার কাছ থেকে যে সব যাদুবিদ্যা শিখেছিলে সব মনে আছে তো? মন্ত্রীপুত্র দেখ্‌লে এই তো মুস্কিল! তবু ভয়ে ভয়ে বল্লে—হ্যাঁ তা আর মনে নেই?
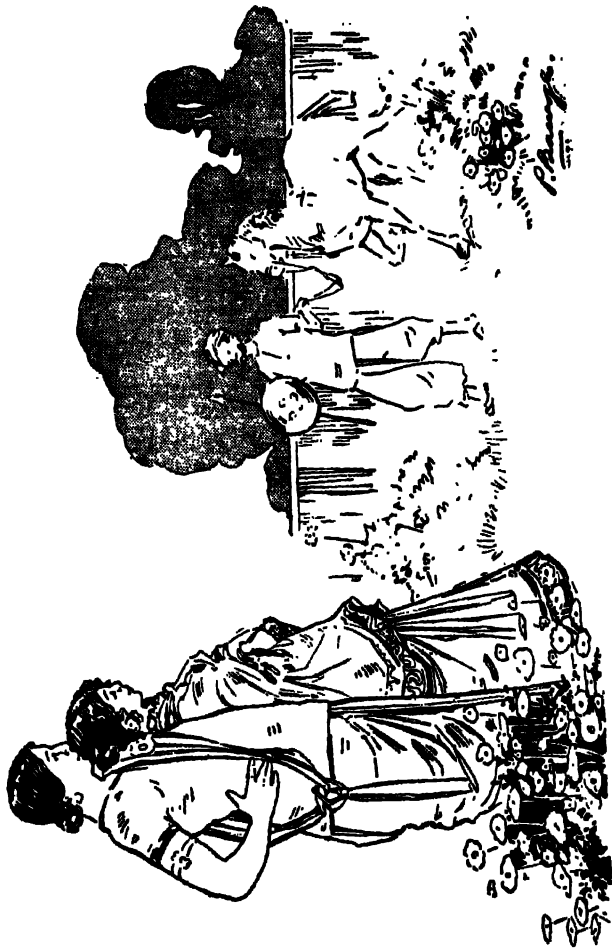
কাঞ্চন বল্লেন,—কেন ?—সকাল সাঁঝে আমাদের রথ টান্‌বে।

রাস্তার ধারে একটা মরা ঘোড়া পড়েছিল, কাঞ্চন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—আচ্ছা ঐ ঘোড়াটাকে বাঁচাও দেখি।

মন্ত্রীপুত্র বল্লে—ও-এই কথা—এই না বলে রাজপুত্রের দেহ ছেড়ে ঘোড়ার দেহে ঢুকে পড়্লেন। কাঞ্চন অমনি বাঁদরটাকে ইসারা কল্লেন। দেখ্তে দেখ্তে বাঁদরটা মরে পড়ে গেল আর রাজপুত্র বেঁচে উঠলেন।

তখন তাদের যে কি আনন্দ হল তা আর কি বলবো ?

এই সব দেখে ঘোড়াটা দিলে একছুট ! রাজপুত্র হুকুম দিলেন, ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে এসো।

তক্ষুণি একটা প্রহরী ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো ঘোড়াকে ধরে। রাজপুত্র কাঞ্চনকে বল্লেন, ঘোড়াটাকে দিয়ে কি কর্ব্বো ?

কাঞ্চন হেসে বল্লেন—কেন ? সকাল সাঁঝে আমাদের রথ টান্‌বে।
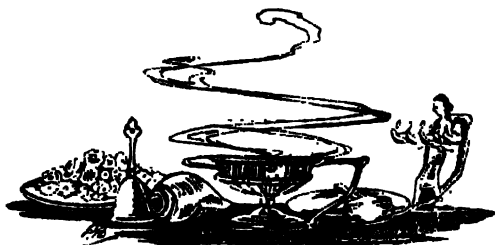
অনেক দিনের কথা বল্‌ছি।

তখন মুক্তাপুরীর রাজা ছিলেন সত্যজিৎ। প্রজার মুখে রাজার সুখ্যাতির কথা আর ধর্‌তনা। তাঁর সেই তেজস্বী উঁচু লম্বা চেহারা দেখে মাথা আপনিই নুয়ে পড়্‌ত। বাস্তবিক রাজার চেহারা ছিল যেমন সুশ্রী, তাঁর শরীরে শক্তিও ছিল তেমনি অসীম।

তিনি যখন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে টগ্‌বগিয়ে যেতেন, কোক্‌ড়া চুল গুলো বাতাসে দুলে দুলে তার কপালের ওপর খেলা কর্‌ত। লোকে প্রণাম কল্লে রাজা দু'হাত দিয়ে নমস্কার জানিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যেতেন। তারা বলাবলি কর্‌ত—সত্যি ভাই, এমন রাজা কারো হয়না।

এই রাজার ঠাকুর্দ্দা শক্তিজিৎ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত প্রবাদ প্রচলিত ছিল। লোকে বল্‌ত তাঁকে দেবতারা স্বর্গে তুলে নিয়ে গেছে।

রূপের ঝরণা—

সেই আলোর ভেতর এক দেবতার মেয়ের মূর্ত্তি ফুঠে উঠ্‌ল

স্বপন-পুরী

যে দেশের কথা তোমাদের বলছি সে দেশের এক দেবতার মেয়ে রাজার শৌর্য্যে-বীর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাঁকে খুব ভাল বাস্‌তেন।

একদিন সন্ধেবেলা বেশ ফুর্‌ফুরে হাওয়া বইছিল। রাজা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বাগানে পাইচারী কচ্ছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলোক দেখতে পেলেন। রাজা বিস্মিত হয়ে আলোটির দিকে চেয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে সেই আলোর ভেতর এক দেবতার মেয়ের মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ল। দেবী বল্লেন, সত্যজিৎ, তুমি আমায় বিয়ে কর। তোমায় আমি স্বর্গের সোণার রথ এনে দেব। আর এমন সৌন্দর্য্য, সম্পদ তোমায় দেব, যে জগতের সব রাজারা এসে তোমার পায়ে মাথা নোয়াবে।

রাজা তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বল্লেন দেবি, তুমি আমায় এমন সম্পদ দিতে যাচ্ছ, যা কোন মানব স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনা কিন্তু তবু আমি তোমায় বিয়ে কত্তে পারিনা। কারণ তুমি দেবতার মেয়ে। এখন তুমি আমায় ভালবাসলেও এমন সময় আসতে পারে, যখন ঘৃণা করে দূরে ঠেলে দেবে, এমন কি তুমি আমার প্রাণ নাশও করতে পার।

রাজার কথা শুনে দেবতার মেয়ে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লেন। কি! তিনি সেধে এসে বিয়ে কত্তে চাইলেন আর একটা মানুষ কিনা তাঁকে অবজ্ঞা করে ফিরিয়ে দিলে?

কোন কথা না বলে তিনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তারপর স্বর্গে গিয়ে তার বাবাকে সব জানিয়ে বল্লেন—

বাবা, সত্যজিৎ আমার অপমান করেছে। আমি তার প্রতিশোধ নেব।

দেবরাজ তাঁর মেয়েকে শান্ত কত্তে চেষ্টা কল্লেন। মেয়ে, রেগে বল্লেন, আমি তাহ'লে জগতের সমস্ত লোক মেরে ফেলবো। আমায় এমন একটা ভয়নাক ষাঁড় তৈরী করে দিতে হবে, যে ঐ গর্ব্বিত রাজাকে মেরে তার রাজ্য ছারখার করে ফেলতে পারে। কাজেই দেবরাজ আর কি করেন? মেয়ের আবদার রাখতে সত্যজিৎকে হত্যা করবার জন্য এক ভয়ঙ্কর ষাঁড় তৈরী করে দিলেন। সে ষাঁড়ের মূর্ত্তি দেখে দেবতারা পর্য্যন্ত শিউরে উঠ্‌লেন। ছোরার মত সোনার শিং দুটি রোদে চমক্ মেরে উঠ্‌ল। তার নিঃশ্বাসের ভেতর দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোতে লাগ্‌লো। ক্ষুরের দাপটে ধূলো উড়িয়ে সে আকাশ পাতাল অন্ধকার করে ফেল্লে।

দেবতার মেয়ে তখুনি সত্যজিতের রাজ্য ধ্বংস কত্তে ষাঁড়কে মর্ত্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। সেই ভয়ঙ্কর ষাঁড়, তাঁর রাজ্য এক দিক থেকে ছারখার কত্তে আরম্ভ কল্লে। প্রজাদের করুণ আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস শিউরে উঠ্‌ল। এই সংবাদ ক্রমে রাজার কাণে পৌঁছল। প্রজাদের করুণ-কাহিনী শুনে রাজা একদিন

একাকী বেরিয়ে পড়লেন—ঐ অদ্ভুত জানোয়ারটাকে হত্যা কত্তে।

হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে বহু মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় পেরিয়ে রাজা অবশেষে পৌঁছুলেন এসে মুক্তি নদীর ধারে। ঐ নদীর ধারে একটা গর্ত্তের ভেতর জানোয়ারটা থাকতো। রাজা তাঁর যুদ্ধের বাঁশী বাজালেন!—সে বাঁশীর স্বরে নদীর জল কেঁপে উঠ্‌ল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃশ্বাসে তার আগুনের হল্‌কা নিয়ে—মাথা নীচু করে জানোয়ারটা রাজার দিকে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌লো।

যেই কাছাকাছি এয়েছে রাজা অমনি একটু পাশ কাটিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে মারলেন এক কোপ; জানোয়ারটা তাতে একটুও না দমে, তেড়ে রাজাকে মারতে এলো। রাজা তখন হাতিয়ার ফেলে দিয়ে তার শিং চেপে ধরে এমন জোরে ঘুরিয়ে দিলেন যে, তার গলাটা মট্ করে ভেঙ্গে গেল।

রাজা তখন বিজয়োল্লাসে রাজধানীতে ফিরে এলেন—ঘরে ঘরে আলো জ্বললো। দেবালয়ে দেবালয়ে পূজোর ঘটা পড়ে গেল। প্রজারা দু'হাত তুলে রাজাকে আশীর্ব্বাদ কল্লে। রাজা কিন্তু মনস্থির করে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কত্তে পাল্লেন না। দেবীর কোপানল যে নূতন আকারে তাঁকে আক্রমণ কর্‌বে এই কথা দিনে রাতে তাঁর মনের ভেতর উঁকি-ঝুঁকি মার্ত্তে লাগলো।

সেই রাত্রে রাজা তাঁর সাদা ধব্‌ধবে বিছানার ওপর ঘুমিয়ে

আছেন—জানলার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ঢুকে তাঁর গায়ে স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখেন—বিছানার পাশে দেবতার মেয়ে! রাগে, ঘৃণায়, লজ্জায়, তার চোখ দুটি হীরের টুক্‌রোর মত জ্বল্‌ছিল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বল্লেন—সত্যজিৎ, মনে করেছ জানোয়ারটাকে মেরেই তুমি আমার হাত থেকে বাঁচবে। কিন্তু তা হবেনা। তুমি যখন কাল সকালে ঘুম থেকে জাগ্‌বে, তখন দেখ্‌বে তোমার সে সৌন্দর্য্য আর নেই। তোমার চেহারা রাত্রির মত কাল আর ভয়ঙ্কর হবে। লোকে তোমায় দেখে আঁৎকে উঠ্‌বে।

পরদিন রাজা সকালে উঠে দেখ্‌লেন—দেবীর কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তাঁর মাথার কোঁকড়া চুলগুলি আর নেই—দেহের সুঠাম মাংসপেশীগুলো ঝুলে পড়েছে—উন্নত শরীর ঝরে-পড়া নারকেল গাছের পাতার মত নুয়ে পড়েছে আর তাঁর সোণার-বরণ গায়ের রং, রাত্রির মত কালো অন্ধকার হয়ে গেছে! রাজা মুকুরে নিজের চেহারা দেখে নিজেই আঁৎকে উঠ্‌লেন—বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে, প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বনের দিকে ছুট্‌লেন। এ অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে আর তাঁর কাউকে মুখ দেখাতে ইচ্ছে রইল না। দুঃখে অপমানে তিনি নদ-নদী-প্রান্তর পেরিয়ে আপনাকে লোকালয় থেকে দূরে—বহুদূরে টেনে নিয়ে

চল্লেন। শেষে এক মরুভূমির ওপর দিয়ে যেতে যেতে অন্ধকারময় এক সুড়ঙ্গের দ্বারে এসে পৌঁছুলেন।

এই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে দুর্জ্জয় পাহাড়ে যেতে হয়। বিকট লেজওয়ালা দৈত্যেরা এই রাস্তা দিন-রাত পাহারা দেয়। এই দৈত্যেরা বড় সামান্য প্রাণী নয়। তারা ইচ্ছে কল্লে তাদের চাউনিতে মানুষ মেরে ফেল্‌তে পারে। পাহাড়-পর্ব্বত পর্য্যন্ত লেজের দাপটে চূর্ণ করে দেয়।

রাজা যখন, এই অদ্ভুত জানোয়ারদের দেখ্‌লেন, তখন তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁর দুঃখের কাহিনী শুনে তাদের মন গলে গেল। দলের সর্দ্দার রাজার দিকে এগিয়ে এসে বল্লে—রাজা, আমি তোমায় এমন জায়গা বাৎলে দিতে পারি, যেখানে গিয়ে তুমি তোমার রূপ আবার ফিরে পাবে। তোমাকে সুখের দেশে যেতে হবে, সেই দেশে রূপের ঝরণা আছে। সেই ঝরণায় স্নান কল্লে তোমার চেহারা ঠিক আগেকার মতো হবে।

রাজা তার হাত চেপে ধরে বল্‌লেন "ভাই তুমি আমায় বাঁচালে এখন রাস্তাটা দেখিয়ে দাও—আমি এক্ষুনি ঝরণার উদ্দেশ্যে যাত্রা কর্‌বো।"

সর্দ্দার বল্লে "দেখ, অত ব্যস্ত হয়োনা। সেই দেশে যেতে হলে তোমায় বিপদ-আপদের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যারা

ঐ ঝরণা দেখ্‌তে গেছ্‌ল—তাদের মধ্যে কেউ এ পর্য্যন্ত ফিরে আসতে পারেনি। রাজা বল্লেন—আমি ওসব কিছু শুন্‌তে চাইনে—হয় আমি আমার সৌন্দর্য্য উদ্ধার কর্‌বো, নয়ত বিপদের সঙ্গে লড়ে মর্‌বো।”

সর্দ্দার বল্লে, “তোমায় দুর্জ্জয় পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। পাহাড় ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন। যদি তুমি পাহাড় পেরিয়ে যেতে পার, তবে দেখ্‌বে সাম্‌নে এক মস্ত বন। সেই বন পেরোলে এক ভীষণ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র দেখবে। সেখানে গিয়ে তুমি সমুদ্রের রাণী, দক্ষিণার কাছে সাহায্য চাইবে, তিনি তোমায় সাহায্য কত্তে পারেন।”

রাজা তাদের সাথে আলিঙ্গন করে বেরিয়ে পড়লেন—সেই রূপের-ঝরণার উদ্দেশ্যে। কিছুদূর যেতেই চারদিক থেকে অন্ধকার যেন তাকে গ্রাস কত্তে ধেয়ে এলো। সামনে পেছনে ডাইনে বায়ে কিছু দেখা যায় না শুধু রাশি রাশি সূচিভেদ্য অন্ধকার। রাজা ভয়ে বিস্ময়ে চোখ বুঁজলেন্।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার ঠাকুর্দ্দা শক্তিজিতের কথা। তখনি তিনি হাঁটু গেড়ে তাঁর কাছে সাহায্য ভিক্ষা কল্লেন। তারপরই তিনি দেখ্‌তে পেলেন—একটা আগুনের তীর তাঁর আগে আগে রাস্তা দেখিয়ে চলেছে। তিনি সেই আলো ধরে অন্ধকারের হাত থেকে বাঁচলেন।

অন্ধকার পেরোতেই তিনি দেখ্‌লেন মস্তবড় এক বন, বিকট দৈত্যের মত দাঁত বার করে তাঁর রাস্তা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত্ত মাত্র দেরী না ক'রে রাজা বনের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লেন। তিনি অবাক হ'য়ে দেখ্‌লেন থোকো থোকো হীরে, মণি, মুক্তো, জহরৎ ফলের মত গাছে গাছে ঝুল্‌ছে। মণি মুক্তো নেবার চেষ্টা না করে তিনি বহুকষ্টে বন থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়েই দেখ্‌লেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। সামনে এক বিরাট সমুদ্র। সূর্য্যের আলো সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর পড়ে চিক্‌মিক্‌ করে জ্বল্‌ছে—ভাঙ্গছে—গড়্‌ছে। বেশ একটা মিঠে হাওয়া তাঁর গা জুড়িয়ে দিলে।

কিন্তু এখানে দেরী করবার উপায় নেই। সর্দ্দারের কথা মনে করে সমুদ্রের রাণীকে তিনি ডাক্‌লেন। ধীরে ধীরে রাণী দক্ষিণার মূর্ত্তি ঢেউয়ের ওপর দেখা গেল। দেবী মিঠে কথায় রাজাকে ডেকে বল্লেন—সত্যজিৎ, তুমি কেমন করে এই বিপদ সঙ্কুল পথে যাবে ? এই যে সাগর দেখ্‌ছ, এর পরেই মৃত্যু সরোবর। একজন মাত্র মানুষ এ পর্য্যন্ত সেখানে যেতে পেরেছে—সে শক্তিজিৎ।

রাজা বল্লেন,—দেবি! এই বিকৃত চেহারা দেখে আমার ওপর বিরূপ হবেন না। এখনও আমার মনে সাহস আছে। বাহুতে অসুরের বল আছে। আমার বিশ্বাস, আমি কৃতকার্য্য হব।"

দেবী উত্তরে বল্লেন—আমি শক্তিজিতের নাবিক সুদক্ষকে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি। যদি তার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পেরুতে পার, কোন ভাবনা নেই—কিন্তু যদি না পার, তবে মৃত্যু সরোবরে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।

দেবী তিনবার সুদক্ষের নাম ধরে ডাক্‌লেন, অমনি রাজা দেখ্‌তে পেলেন একটা কালো নৌকোর ওপর আপাদ মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটী লোক এসে হাজির হল। দেবীর পদধূলি নিয়ে সত্যজিৎ নৌকোয় গিয়ে উঠ্‌লেন। দুই জনে দুই দাঁড় ধরলেন—নৌকো মোচার খোলার মত ভেসে চল্‌লো। জল—জল—চারিদিকে রাশি রাশি জল, লক্ষ ফণা তুলে নৌকোর তলে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগলো, নৌকো মোচার খোলার মত ভেসে চল্‌লো।

ক্রমাগত চল্লিশ দিন চলার পর নৌকো মৃত্যু সরোবরে এসে পৌঁছল। মৃত্যু সরোবরের জলরাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে এক ভীষণ পাকের সৃষ্টি করেছিল। পাক যেন হাঁ করে তাঁদের গিল্‌তে আস্‌ছে। সত্যজিৎ ভাব্‌লে এইখানেই বুঝি তাঁর জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়। কিন্তু সুদক্ষের নিপুণতায় এ ফাঁড়াও কেটে গেল। দূরে তারা একটী ছোট দ্বীপ দেখ্‌তে পেলে—সূর্য্য তখন মাথার উপর থেকে অগ্নি বর্ষণ কচ্ছিল। দ্বীপটী দূর থেকে বোধ হচ্ছিল যেন সোণালী সাগরের উপর একটুক্‌রো পদ্মরাগমণি ভাস্‌ছে।

নৌকোর উপর আপাদ মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি লোক এসে হাজির হল।

নৌকো তীরে এসে পৌঁছুলে তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন আপাদ-মস্তক মণি মুক্তায় আবৃত এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি এগিয়ে এসে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন— বৎস, তুমি অনেক কষ্ট স্বীকার করে সুখের দেশে এসেছ, যোগ্য পুরস্কার পাবে।

সত্যজিতের আর বুঝতে বাকী রইল না যে এই তার ঠাকুর্দ্দা শক্তিজিৎ। তিনি অম্‌নি তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লেন,—"আপনার অভয়বাণীতে আমার প্রাণ শীতল হল, দয়া করে আমায় রূপের ঝরণার কাছে নিয়ে চলুন।"

শক্তিজিৎ স্নেহ স্বরে বল্লেন "বাছা দীর্ঘ পরিশ্রমে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখন তোমায় বেশ একটু ঘুমিয়ে দেহে বল করে নিতে হবে।" এই বলে তিনি, তাঁর গায় হাত বুলিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। ছ' দিন ছ' রাত্রি পর তাঁর ঘুম ভাঙ্গল।

শক্তিজিৎ তখন তাঁকে রূপের ঝরণার কাছে নিয়ে গেলেন।

রূপের ঝরণা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! চারদিকে লতানো লতানো সব সোণালী রূপোলী গাছ আর তাতে স্বর্গের পরীরা দোল খাচ্ছে। কোকিলের তান্, দোয়েলের শীষ্ যায়গাটাকে গানে গানে ভরে দিয়েছে। মাঝখান দিয়ে রূপের

রূপের ঝরণা—

সত্যজিৎ তাঁর আগেকার চেহারা ফিরে পেলেন

ঝরণার রূপোলী স্রোত কুল-কুল করে বয়ে যাচ্ছে। সত্য-জিৎকে দেখে পরীরা সব গান ধর্‌লে।

সত্যজিৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন্। উঠে দেখেন তাঁর আর সে কুৎসিৎ চেহারা নেই, ঠিক আগেকার মতই চেহারা তার সুশ্রী ও বলিষ্ঠ হয়েছে। তাঁর মাথা দিয়ে দেবতাদের মত দীপ্তি বেরোতে লাগলো।

সত্যজিৎ শক্তিজিতের পদধূলি নিয়ে দেশে ফিরে এলেন। প্রজারা মনে করেছিল তাদের রাজা মরে গেছে। এখন তাঁকে দেখে, তাদের যে কি আনন্দ হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ।

যখনকার কথা বল্‌তে যাচ্ছি—অভ্রপুরীর রাজা ছিলেন তখন দিগ্বিজয়ী শত্রুদমন।

পূব-পশ্চিমে জোড়া মস্ত বড় তাঁর সাম্রাজ্য। বড় বড় রাজারা পর্য্যন্ত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছে। তাঁর সভাসদেরাও ছিলেন—তেমনি—বাছা বাছা—নাম করা পণ্ডিত।

রাজা তাঁদের উপদেশ না নিয়ে কোনো কাজেই হাত দিতেন না।

আজ পর্য্যন্ত অভ্রপুরীর প্রজারা তাদের জ্ঞানী দয়ালু রাজার কথা বলে দুঃখু করে থাকে।

এদিকে হ'য়েছে কি কিছুর মধ্যে কিছু নেই—হঠাৎ একদিন চণ্ডপুরীর রাজা অভ্রপুরীর রাজ্য আক্রমণ করে বস্‌ল। চণ্ডপুরী অভ্রপুরীর উত্তরে।

রাজা তক্ষুণি ছুটলেন তাকে দমন করতে—সঙ্গে তাঁর ঘোড়া, রথ, অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত। অল্প কয়েক দিনের যুদ্ধেই তিনি শত্রুপক্ষকে একেবারে হটিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নেতাকে জানিয়ে দিলেন—রাজা শত্রুদমন দয়ালু বটেন, কিন্তু সেই সঙ্গে দুষ্টের দমনেও তিনি বেশ পটু।

কিন্তু এই বিজয়োল্লাসের পেছনে যে তাঁর জন্যে দুঃখের বোঝা জমা ছিল—তা' রাজা কিছুই টের পান্ নি।

যুদ্ধক্ষেত্রের উপ্‌রা-উপ্‌রি প্রায় দিন পনরোর পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। তিনি শয্যা নিলেন।

রাজবৈদ্যেরা অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে ভালো করতে পারলেন না।

রাজা ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চল্লেন। জীবনের শেষ সময়ে তাঁকে আনন্দ দেবার জন্যে নানা দেশ থেকে বড় বড় কবি ও গায়কদের আনা হ'ল। তিনি কিন্তু তাঁদের সব বিদায় দিয়ে বল্লেন,—আমায় শান্তিতে মরতে দাও—এখন আমি আর কিচ্ছু চাই নে।

অভ্রপুরীর রাজপুরোহিতের কাছে দেবতাদের দেওয়া একটি সোনার ঝাঁপি ছিল।

রাজ্যের কোনো বিপদ আপদ হ'লে—রাজসভার মন্ত্রী, অমাত্য আর দেশের সব বড় বড় মানী লোক গিয়ে ঐ ঝাঁপি

সোণার ঝাঁপি—

রাজাকে আনন্দ দেবার জন্যে গায়ক আর কবিরা এসে জমা হ'ল।

[কুলজা সাহিত্য মন্দির] [শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবব্রত ঘোষ ।

খুল্‌তেন, তার ভেতর তাঁরা সময় সময় দেবতাদের আদেশ দেখ্‌তে পেতেন। সেই আদেশ অনুসারেই তখন দেশের কাজ চল্‌ত।

রাজা মর-মর—রাজ্যের দুরবস্থার সীমা নেই—তাই রাজার তিন ভাই এক সঙ্গে পরামর্শ করলেন—উপায় কি?

দু'জন বল্লেন, দেবতাদের দেওয়া কৌটোটি খুলে দেখ্‌লে হয় তো তার ভেতর আমরা কোনো আদেশ পেতে পারি।

তৃতীয় ভাই সত্যব্রত কিন্তু অন্য উপায় স্থির করলেন। কাউকে কিছু না জানিয়ে তিনি একটা খোলা মাঠে চলে এলেন। সেইখানে তিনি চারটি বেদী তৈরী করালেন। একটি পূবে, একটি পশ্চিমে, একটি উত্তরে, আর একটি দক্ষিণে। দক্ষিণ বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আর উত্তর দিকে মুখ করে তিনি পরলোকগত তিন জন বড় বড় রাজার কাছে নিজের প্রার্থনা জানালেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—রাজার জীবন রক্ষার জন্য তাঁদের কাছ থেকে কোনো না কোনো সাহায্য মিল্‌বেই।

অভ্রপুরীর ঘোষণাপত্র লিখে রাখ্‌বার জন্যে একজন লোক ছিল। লোকে তাকে লিপিকারক বলে ডাক্‌তো।

সত্যব্রত যা' বলে যাচ্ছিলেন—লিপিকারক একটি তাম্রার পাতে অবিকল তাই লিখে নিচ্ছিল।

সত্যব্রত প্রার্থনা সুরু করলেন—হে মহামান্য রাজগণ,

তোমাদের বংশধর শত্রুদমন এখন মৃত্যু শয্যায় শুয়ে। তাঁর মঙ্গল অমঙ্গলের জন্যে তোমরাই দায়ী। যদি তাঁকে মরতেই হয়—তবে তাঁর বদলে তাঁর ভাই সত্যব্রতের প্রাণ তোমরা নাও। আমি জীবনে কারো ক্ষতি করি নি—আমার প্রার্থনা কি তোমরা শুন্‌বে না? রাজ্যের প্রজারা রাজাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে। জগতে আমার কোনো বাঁধন নেই। যদি রাজ-রক্তই দেবতাদের একান্ত কামনা হ'য়ে থাকে—ত' তাঁর বদলে আমাকে নিলে তোমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হ'বে—আর রাজ্যও রক্ষা পাবে। জীবনে সত্যই যদি আমার একমাত্র ধর্ম হ'য়ে থাকে—ত' আমার প্রার্থনার জবাব যেন ঝাঁপির ভেতর পাই।

প্রার্থনা শেষ করে সত্যব্রত মন্দিরে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের পদধূলি নিয়ে সব জানাতেই—সোনার ঝাঁপির চাবিটি এনে—তিনি সত্যব্রতের হাতে তুলে দিলেন। ঝাঁপিটা খোলা হয় নি—বহুদিন।

রাজা শত্রুদমনের শাসনে রাজ্যে শান্তি ছিল—দুঃখের মুখ প্রজারা অনেক দিন দেখে নি। কাজেই তাঁর রাজত্ব কালে সোনার ঝাঁপি খোলার আর কোনো দরকার হয় নি।

মন্দিরের এক অন্ধকার কুঠুরীতে লোহার সিন্ধুকের ভেতর ঝাঁপিটা ছিল। যেই সিন্ধুকের ডালাটি তুলেছেন—অমনি সোনার

সোণার ঝাঁপি—

পুরোহিতের পদধূলি নিয়ে সব জানাতেই সোণার ঝাঁপির চাবি এনে তিনি সত্যব্রতের হাতে দিলেন।

ঝাঁপি থেকে জ্যোৎস্নার মত আলো বেরিয়ে ঘরটাকে করে ফেল্লে যেন—একেবারে গলা সোনার তৈরী !

সেই আলোতে সত্যব্রত দেখ্‌তে পেলেন—দেবতারা তাঁর প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন।

আনন্দে তাঁর গা শিউরে উঠ্‌ল !

ঝাঁপির ভেতর লেখা রয়েছে—সত্যব্রত, তোমার প্রার্থনায় আমরা খুব খুসী হয়েছি। রাজার বদলে তোমার প্রাণের প্রয়োজন নেই। সত্যের প্রতি তোমার আজন্ম বিশ্বাসের বিনিময়ে আমরা শত্রুদমনকে বাঁচিয়ে দেবো। বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করতে পারবেন।

সত্যব্রত আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লেন। যে তামার পাতে তাঁর প্রার্থনা লেখা হ'য়েছিল, সেই পাতটা ঝাঁপির ভেতর রেখে তিনি তার মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর চাবিটা রাজ-পুরোহিতের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন,—একথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পারে।

পরদিন সকাল বেলা রাজা শত্রুদমন বিছানা ছেড়ে উঠে বস্‌লেন।

সকলে দেখে ত' অবাক !

* * * * *

তারপর বছর দশেক কেটে গেছে।

স্বপন-পুরী

শত্রুদমনের রাম রাজত্বে প্রজাদের দিন বেশ সুখেই কাট্‌ছিল—কিন্তু একদিন রাজ্যের ছেলে-বুড়ো সবাইকে কাঁদিয়ে, তিনি চলে গেলেন—ওপারের ডাকে।

যুবরাজ তরুণকুমার তখন খুব ছোট। তাই তাঁর কাকা সত্যব্রত তাঁর হ'য়ে রাজ্য চালাতে লাগ্‌লেন। কারণ বয়েসে ছোট হ'লেও তিনিই ছিলেন তাঁর কাকাদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান ও ধার্ম্মিক। তার পরিচয় আগেও আমরা অনেক পেয়েছি।

সত্যব্রতের আর দু'ভাই কিন্তু ছোট ভাইয়ের এত সম্মান দেখে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগ্‌লো। দিন রাত্তির তারা ফিস্‌-ফিস্‌ করে বুদ্ধি আঁট্‌তে লাগ্‌লো—কি ক'রে সত্যব্রতকে জব্দ করা যায়! হঠাৎ তাদের কপাল গুণে একটা ভারী সুবিধেও জুটে গেল। ব্যাপারটা হল কি—কিছুই মধ্যে কিছু নেই—হঠাৎ একদিন সুবর্ণরেখা নদীতে বান ডেকে এলো—তাতে লক্ষ লক্ষ প্রজা ঘর-দোর হারিয়ে পথের ভিখিরী হয়ে পড়ল। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠ্‌ল। দলে দলে প্রজা রাজবাড়ীতে এসে তাদের দুঃখ জানিয়ে বল্লে, রাজা নাবালক—দেখ্‌বার আমাদের কেউ নেই! সত্যব্রত এই সব শুনে একদিন ঘোষণা করে দিলেন, যুবরাজ নিজে বন্যার যায়গাগুলো দেখ্‌তে যাবেন।

রাজপুরীতে সাড়া পড়ে গেল। রাজপুত্র দেশ ভ্রমণে যাবেন।

তখুনি এক সোনার পাল্কী তৈরী হ'ল। সৈন্য সামন্তদের ভেতর সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ভাল এক দিন দেখে সোনার পাল্কীতে চেপে রাজপুত্র রাজ্য দেখ্‌তে বেরোলেন।

দু' এক দিনের ভেতরই তারা সুবর্ণরেখা নদীর তীরে এসে পৌঁছুলেন। প্রজারা দলে দলে এসে তাদের রাজপুত্রকে দেখে যেতে লাগ্‌লো। রাজপুত্র কাউকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলেন না।

একদিন সকালবেলা রাজপুত্র লোকজন নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কিছুদূর যেতেই রাজপুত্রের পাল্কী দল থেকে ছট্‌কে অনেকটা এগিয়ে পড়ল। সঙ্গে তখন তাঁর দু'একজন অশ্বারোহী ছাড়া আর কেউ রইল না।

হঠাৎ একদল ডাকাত তাদের ওপর এসে পড়ল। সঙ্গের লোকেরা চীৎকার করে সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করলে কিন্তু দলের লোকেরা তখন অনেক দূরে। ডাকাতরা অনায়াসেই তাদের হটিয়ে দিয়ে সোনার পাল্কীর দিকে এগিয়ে চল্লো। সকলে হা-হা করে উঠ্‌লো। হঠাৎ তারা দেখ্‌তে পেলে, রাস্তার ধূলো উড়িয়ে তীর বেগে তাদের সৈন্যেরা সব ছুটে আস্‌ছে। আনন্দে তারা চীৎকার করে উঠ্‌ল। সৈন্যদের দেখে ডাকাতরা সব চারদিকে সরে পড়ল! কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে এই যে একটা ঘটনা ঘটে গেল—এতে সত্যব্রতের দু'ভাই খুব সুবিধা পেলে। তারা রাজ্যের ছোট বড় সকলের কাছে বলে বেড়াতে লাগ্‌লো—

সোনার ঝাঁপি—

হঠাৎ একদল ডাকাত তাদের ওপর এসে পড়ল।

সত্যব্রত রাজপুত্রকে হত্যা করে নিজে রাজা হবার জন্যে এই ষড়যন্ত্র করেছিল। সত্যব্রত যদি দুষ্ট লোক হতেন—তা'হলে তক্ষুণি তার ভাইদের কারাগারে কিম্বা শূলে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কাউকে কিছুই না বলে মনের দুঃখে চলে গেলেন রাজ্য ছেড়ে এক দূর দেশে। রাজ্যের ভার তার ভায়েরা পেলে।

ধীরে ধীরে হেমন্তকাল এসে পৌঁছুল। মাঠ সব শস্যে ভরে উঠ্‌ল। একদিন হল কি—কথা নেই বার্ত্তা নেই—এক প্রলয়ের ঝড় এসে শস্যের ক্ষেত সব দ'লে মুষ্‌ড়ে ঘর দোর ভেঙ্গে গাছ পালা উপ্‌ড়ে রাজ্য তোলপাড় করে তুল্‌লো। সাতদিন সাতরাত এই ঝড় সমানে চল্‌লো। রাজ্যের প্রাচীন লোকেরা বল্লে—এমন ঝড় দেখাতো দূরের কথা—তারা কখনো কানেও শোনে নি।

প্রধান পুরোহিত বল্লেন—কোন কারণে স্বর্গের দেবতারা আমাদের ওপর রাগ করেছেন—এ ঝড় হ'য়েছে তারই জন্যে। রাজা বল্লেন—সোনার ঝাঁপি খুল্‌লে আমরা বোধ হয় তার ভেতর কোনও ইঙ্গিত পেতে পারি। যুবরাজ তরুণকুমারই এখন রাজা। মন্ত্রী ও অমাত্যদের নিয়ে রাজা মন্দিরে গেলেন। প্রধান পুরোহিত এসে রাজার হাতে সোনার ঝাঁপির চাবি তুলে দিলেন। অনেকদিন পরে আবার ঝাঁপির মুখ খোলা হ'ল। ঝাঁপি খুল্‌তেই রাজা তামার পাতে লেখা সত্যব্রতের সেই প্রার্থনা দেখ্‌তে পেলেন। প্রধান পুরোহিতের দিকে ফিরে রাজা বল্লেন,

—এসব কি ? এর তো কিছুই আমাকে জানান্ নি ? পুরোহিত তখন তাঁকে সব জানিয়ে বল্লেন, সত্যব্রতই এই সব কথা বল্‌তে মানা করেছিলেন। রাজা তখন অমাত্যদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—এ ঝড় কেন হয়েছে—তা আর আমার বোঝবার বাকী নেই। সৈন্যদের সাজতে বলুন—আমি এখনই ছোটকাকাকে ফিরিয়ে আনতে যাবো।

সাতদিন পরে রাজা সত্যব্রতকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। ফিরেই তিনি তাঁর আর দুই কাকাকে নির্ব্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রজারা অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে—ঝড়ের আগে তাদের মাঠ যেমন শস্যে ভরা ছিল—ঠিক তেমনটিই আছে। তাদের ঘরদোরের কুটো গাছটিও কেউ ভাঙে নি। সকলে দলে দলে রাজপুরীতে গিয়ে রাজাকে এ খবর জানালে।

সত্যব্রত ফিরে আসাতেই যে রাজ্যের পূর্ব্বশ্রী ফিরে এসেছে তাতে আর কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না।

—শেষ—